মাসিক
নবীনকণ্ঠ
nabinkantho.com
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

মার্চ, ২০২৬ খ্রি. । রমযান-১৪৪৭ হি.
ফাল্গুন, ১৪৩২ ব. । ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

হাদি স্মরণিকা

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

Barir Market_বাড়ির মার্কেট (সব পণ্য এক ঠিকানায়)
Mobile: 01789204674
এখানে পাওয়া যায়: দেশের সেরা খেজুর, কিশমিশ, প্রাকৃতিক মধু, কাজু বাদাম ও আতর ইত্যাদি।

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক নবীনকণ্ঠ
nabinkantho.com
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধানে
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবাইর
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
আনিসুর রহমান আফিফি

প্রধান সম্পাদক
মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক
উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক
বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক
কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সায়েম আহমদ

মার্চ- ২০২৬ খ্রি.
৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা
রমযান- ১৪৪৭ হি.
ফাল্গুন- ১৪৩২ ব.

হাদি স্মরণিকা

আমাদের সবার জন্য একটি খুশির খবর। আপনাদের প্রিয় নবীনকণ্ঠের নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্মোচন হয়েছে। যেখানে প্রত্যেক সংখ্যার লেখা প্রকাশ করা হয়। গুগলে গিয়ে সার্চ করুন;–
nabinkantho.com

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

• সম্পাদকীয়

আল্লাহ তাআলার অসীম কৃপায় আমাদের প্রিয় পত্রিকার এবারের সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'হাদি স্মরণিকা'। এই সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছে শহিদ ওসমান হাদি–এর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

শহিদরা কখনো মৃত্যুবরণ করেন না; তারা জাতির চেতনায়, মানুষের হৃদয়ে এবং ন্যায়ের সংগ্রামে চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন। শহিদ ওসমান হাদিও তেমনই এক আলোকিত নাম, যিনি আমাদের হৃদয়ে সাহস, সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হয়ে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ।

এই স্মরণিকার মূল উদ্দেশ্য হলো— আমাদের প্রতিটি যুবকের অন্তরে, প্রতিটি লেখক–লেখিকার হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আবেগ ও মমত্ববোধ রয়েছে, তা কলমের মাধ্যমে প্রকাশ করা। যেন শহিদ হাদির স্মৃতি কেবল একটি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং তা হয়ে ওঠে একটি প্রেরণা, একটি চেতনা এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে অটল অবস্থানের প্রতীক।

একই সাথে এই আয়োজন শহিদ হাদির হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবিতে আমাদের এক শান্ত কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদও বটে। আমরা বিশ্বাস করি—ন্যায়বিচার একদিন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, শহিদ হাদির রক্তের ন্যায্য বিচার দ্রুত সম্পন্ন হোক এবং এমন দৃষ্টান্তমূলক বিচার হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ অন্যায়ের সাহস না পায়। এটি শুধু একটি ব্যক্তির বিচার নয়; এটি ন্যায়, সত্য ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই উদ্যোগে পাঠক ও লেখক সমাজ থেকে যে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি, তা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এই সংখ্যার জন্য অসংখ্য ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, গল্প এবং অনুভূতিমূলক লেখা আমাদের কাছে এসেছে। সকল লেখক-লেখিকার প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের কলমের ভালোবাসা ও অনুভূতি এই স্মরণিকাকে করেছে আরও সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই সকল শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীদের প্রতি, যারা নানাভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। একটি পত্রিকা নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা সহজ কাজ নয়; এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা, শ্রম এবং আর্থিক সহযোগিতা। এ ক্ষেত্রে ইধৎরৎ গধৎশবঃ আমাদের এই সংখ্যার স্পন্সর হিসেবে যে আন্তরিক সহযোগিতা করেছে, তার জন্য আমরা তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি—একটি সাহিত্য ও চিন্তার পত্রিকা টিকে থাকতে হলে সমাজের উদার মানুষদের সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্পন্সর ও শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তা ছাড়া অনেক সময় ভালো উদ্যোগও থেমে যেতে বাধ্য হয়। তাই সমাজের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে আমাদের আন্তরিক আহ্বান—আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, দোয়া করুন এবং সহযোগিতা করুন, যেন আমরা ভবিষ্যতেও এমন অর্থবহ ও মানসম্মত সংখ্যা পাঠকদের উপহার দিতে পারি।
যারা আমাদের এই উদ্যোগে স্পন্সর বা সহযোগী হিসেবে যুক্ত হতে আগ্রহী, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের পথচলাকে আরও শক্তিশালী করবে, ইনশাআল্লাহ। ০১৭৮৯২০৪৬৭৪

পরিশেষে, শহিদ ওসমান হাদির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে বলতে চাই—তার স্বপ্ন, তার আকাঙ্ক্ষা এবং ন্যায়ের জন্য তার যে আত্মত্যাগ, তা যেন আমাদের সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদের মর্যাদা দান করুন এবং তার রক্তের ন্যায্য বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক—এটাই আমাদের আন্তরিক দোয়া।
আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং সামনে আরও সুন্দর, সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় সংখ্যা প্রকাশ করার তাওফিক দান করুন।

—সম্পাদক

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনায় যে কয়েকজন তরুণের নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়, তাদের মধ্যে ওসমান হাদি অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন লেখক, সংগঠক ও আন্দোলনকর্মী। যিনি তার চিন্তা, বক্তব্য এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি সাহসী মতামত ও স্পষ্ট অবস্থানের জন্য পরিচিতি লাভ করেন। তার জীবন যেমন সংগ্রাম ও আদর্শে ভরা ছিল, তেমনি তার কর্মকাণ্ড অনেক মানুষের মনে নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছিল।

ওসমান হাদির জন্ম ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায়। শৈশব থেকেই তিনি মেধাবী ও কৌতূহলী স্বভাবের ছিলেন। প্রাথমিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও পরবর্তীতে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতে শুরু করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি লেখালেখির মাধ্যমে নিজের ভাবনা প্রকাশ করতেন। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তার লেখায় ছিল স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার তরুণ প্রজন্ম। তাই তরুণদের সচেতন করা এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করাকে তিনি নিজের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে দেখতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন আলোচনাসভা, আন্দোলন এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হন। তার বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং মানুষের অধিকার রক্ষার বিষয়।

ওসমান হাদি "ইনকিলাব মঞ্চ" নামের একটি তরুণকেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তার ভাষণ ও বক্তব্যে ছিল সাহস, আবেগ এবং পরিবর্তনের আহ্বান। তিনি মনে করতেন যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ তাকে আরও আলোচিত করে তোলে। বিশেষ করে তরুণদের অধিকার, রাজনৈতিক জবাবদিহিতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। তার বক্তব্য অনেক তরুণকে অনুপ্রাণিত করলেও কিছু ক্ষেত্রে তার মতামত নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়। তবে সমর্থক কিংবা সমালোচক; উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে তিনি একজন সাহসী কণ্ঠস্বর ছিলেন।

ওসমান হাদির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তার আদর্শবাদী মনোভাব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ পরিবর্তন সম্ভব যদি মানুষ সচেতন হয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়ায়। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি নিজের চিন্তা ও বক্তব্যে সবসময় স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। তার বক্তব্যে জাতীয় স্বার্থ, মানুষের অধিকার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্বের বিষয়গুলো গুরুত্ব পেত।

তার জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘটনাবহুল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এমন এক পরিচিতি তৈরি করতে সক্ষম হন, যা অনেক মানুষের মনে দাগ কেটে গেছে। তার মৃত্যু দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেকেই তাকে একজন সাহসী তরুণ আন্দোলনকর্মী হিসেবে স্মরণ করেন।

বলা যায়, ওসমান হাদি ছিলেন এমন একজন তরুণ, যিনি নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন। তার জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে চিন্তা, সাহস এবং আদর্শ একজন মানুষকে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে।

একই সঙ্গে তার হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি আজও অনেক মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। সত্য উদঘাটন এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই তার প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস করি। কারণ, ওসমান হাদি মানেই এক প্রতিবাদী চরিত্রের নাম। বাংলাদেশের তরুণ সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার আলোচনায় ওসমান হাদির নাম ভবিষ্যতেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক ও সংগঠক

শহিদ ওসমান হাদিঃ

ইনসাফের ভাষা ও সাহসের উত্তরাধিকার

ভিনদেশি আগ্রাসনের মুখে যখন অনেক কণ্ঠ নীরব হয়ে যায়, তখন যে কণ্ঠটি উচ্চারণ করে–সত্য, ভয় পায় না, সেই কণ্ঠই ইতিহাসে জায়গা করে নেয়। শহিদ ওসমান হাদি ছিলেন তেমনই এক কণ্ঠ–যিনি দেশপ্রেমকে স্লোগানে নয়, দায়িত্বে রূপ দিয়েছিলেন।

তাঁর রাজনীতি ছিল ক্ষমতাকেন্দ্রিক নয়, নৈতিকতা কেন্দ্রিক। তিনি বিশ্বাস করতেন–রাষ্ট্র টিকে থাকে শক্তিতে নয়, টিকে থাকে ইনসাফে। তাই তাঁর বক্তব্যে ছিল স্পষ্টতা, অবস্থানে ছিল দৃঢ়তা, আর চিন্তায় ছিল ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপস নয়–এটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল সুর।

শহিদ ওসমান হাদির সবচেয়ে বড়ো পরিচয়–তিনি ভয়ের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। যে সমাজে সত্য বলার মূল্য জীবন দিয়ে চুকাতে হয়, সেখানে তিনি সত্য বলা থামাননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ন্যায়বিচার বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু পরাজিত হয় না। অথচ পরিহাস এই–আজও তাঁর হত্যার বিচার হয়নি। এই বিচারহীনতা শুধু একটি পরিবারের বেদনা নয়; এটি একটি রাষ্ট্রের নৈতিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি।

বিচারহীনতার দীর্ঘ ছায়া আমাদের সামনে এক কঠিন প্রশ্ন তোলে–আমরা কি শহিদের রক্তের মর্যাদা দিতে পেরেছি? নাকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্মৃতিকে নরম করে ফেলেছি? শহিদ ওসমান হাদির প্রসঙ্গ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বিচার কেবল আদালতের বিষয় নয়, এটি জাতির বিবেকের বিষয়।

তিনি যে ইনসাফভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা কোনো ইউটোপিয়া নয়। এটি এমন এক সমাজ, যেখানে শক্তিশালী নয়–সত্য জয়ী হয়; যেখানে রাষ্ট্র নাগরিককে ভয় দেখায় না–নিরাপত্তা দেয়; যেখানে শহিদের রক্ত প্রশ্ন হয়ে ঝুলে থাকে না–বিচারে রূপ নেয়।

আজ শহিদ ওসমান হাদি শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি নৈতিক মানদণ্ড। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়–দেশপ্রেম মানে অন্ধ আবেগ নয়, সচেতন দায়িত্ব। তাঁর শাহাদাত আমাদের মনে করিয়ে দেয়–কলম থেমে গেলে ইতিহাস থেমে

যায়। তাই এই লেখা শুধু স্মরণ নয়, এটি একধরনের অঙ্গীকার–ইনসাফের পক্ষে কথা বলা থামবে না। বিচারের দাবি ম্লান হবে না। শহিদ ওসমান হাদির কণ্ঠ হয়তো স্তব্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর আদর্শ আজও প্রশ্ন করে–আমরা কোন পক্ষে দাঁড়াব? নীরবতার, না ন্যায়ের?

ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই কিছু মানুষ জন্ম নেয়, যারা কেবল নিজের জন্য নয় বরং সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের অধিকারের কথা বলে। তারা স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলে, প্রতিবাদ করে এবং পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে। এই মানুষগুলোকেই আমরা বলি বিপ্লবী। বিপ্লবী মানে ধ্বংস নয়, বিপ্লবী মানে নির্মাণ। বিপ্লব মানে শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, বিপ্লব মানে অন্যায়কে অন্যায় বলতে শেখা। বিপ্লব মানে ভয়কে ভয় বলতে শেখা, ভয়কে অতিক্রম করে সত্য উচ্চারণ করা।

রাজনীতির মাঠে এই বিপ্লব আরও কঠিন, কারণ এখানে সত্য বলার মূল্য অনেক বেশি। ক্ষমতা, প্রভাব, হুমকি সবকিছুর মাঝেও যে মানুষ ন্যায় ও নীতির কথা বলে, সেই প্রকৃত বিপ্লবী, রাজনৈতিক। একজন বিপ্লবী রাজনৈতিক হওয়া মানে নিখুঁত হওয়া নয় বরং সত্যের পথে থাকার চেষ্টা। বিপ্লবী রাজনীতি অন্যায়কে অন্যায় বলতে শেখায় এবং সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন বিপ্লবী মানুষদের, যারা ক্ষমতার কাছে মাথা নত করবে না, আবার সহিংসতাকেও আদর্শ মনে করবে না।

বিপ্লবীরা সুবিধার পথ নয় বরং ঝুঁকির পথ বেছে নেয়। সাম্প্রতিক সময়ে এমন এক বিপ্লবীর নাম ছিল ওসমান হাদি। শরীফ ওসমান হাদি বাংলাদেশের একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শিক্ষাজীবন ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু তিনি কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সব বাধা অতিক্রম করেছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই সমাজের অসংগতি ও অন্যায়ের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন।

তার বেড়ে ওঠা এমন এক বাস্তবতায়, যেখানে প্রশ্ন করা সহজ ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন ছিল। এই বাস্তবতাই ধীরে ধীরে তার চিন্তার জগৎকে গড়ে তোলে। ওসমান হাদি তার চিন্তা ও অবস্থানের মাধ্যমে অনেক তরুনের মনে আলোড়ন তুলেছিলেন। ওসমান হাদি নিজেকে কখনো রাজনৈতিক হিসেবে উপস্থাপন করতে চাননি। তিনি ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠের একজন প্রতিনিধি, যিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, ক্ষমতা, আরাম কিংবা ভোগের জন্য নয়। তিনি রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতার লড়াই হিসেবে দেখতেন না।

তার মূল লক্ষ্য ছিল ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের কল্যাণ করা। অনেক সময় তিনি এমন কাজ করতেন, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত না, কিন্তু তা সমাজের

মানুষের জন্য ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তার সাহস তরুণ প্রজন্মকে চিন্তাশীল হতে অনুপ্রাণিত করত। তিনি তরুণদের রাজনীতিতে আগ্রহী করতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন তরুণরা যেন প্রশ্ন করতে শেখে, বিশ্লেষণ করতে শেখে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখে। তার বিশ্বাস ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি প্রশ্ন না করে, তবে অন্যায় চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তাই তার কথাবার্তা, বক্তব্য, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপস্থিতি তরুণদের মাঝে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন নাগরিক প্রশ্ন করতে পারে। তার রাজনীতি ছিল সেই প্রশ্ন করার রাজনীতি। রাজনীতির বাইরে তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত সাহিত্যিক। প্রবন্ধ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং কবিতার মাধ্যমে তিনি মানুষের মনে নতুন দিক এবং ভাবনার আলো ছড়িয়েছিলেন।

অনেক সময় তার এই সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তার ভাবনা সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আজ ওসমান হাদি নেই, কিন্তু তার কথাগুলো সামাজিক আলোচনায় রয়ে গেছে। তার সাহস অনেক তরুণকে ভাবতে শিখিয়েছে রাজনীতি মানে শুধু একটি দল নয়, রাজনীতি মানে দায়িত্ব। মৃত্যু কখনোই তার শেষ নয়। মৃত্যু থামায় একটি দেহকে, কিন্তু থামাতে পারে না একটি আদর্শকে। ওসমান হাদির ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তিনি আজ শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তার চিন্তা, তার প্রশ্ন এবং তার সাহস মানুষের মনে রয়ে গেছে। এই আদর্শই তার প্রকৃত উত্তরাধিকার। ওসমান হাদির গল্প কখনো শেষ হয়নি। এটি একটি যাত্রা যা নতুন প্রজন্মকে চিন্তা করতে এবং সঠিক পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে। কারণ বিপ্লবীর মৃত্যু শরীরের, চিন্তার নয়।

তারিকুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

ইনসাফের স্বপ্নবাহক : শরীফ উসমান হাদি

যুবায়ের আহমাদ

প্রবন্ধ

শরীফ উসমান হাদি ছিলেন নির্ভীক–দুর্দমনীয় দ্রুততায় ধাবমান এক অশ্বারোহীর মতো। যাঁর অভিযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করা ছিল দুঃসাধ্য, যাঁর পদচারণায় মিশে ছিল না কোনো দ্বিধা, উচ্চারণে ছিল না কণামাত্র কম্পন। অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি কিংবা চাঁদাবাজির সঙ্গে আপস–এই শব্দবন্ধগুলো তাঁর জীবনাভিধানে ছিল অনুপস্থিত। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া তিনি জানতেন না; সত্যই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্রুবতারা।

মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর বিচার চেয়েছিলেন–সেই চরম মানবিক ও ন্যায়পরায়ণ আকাঙ্ক্ষা, যা প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল তাঁর প্রাণশক্তি। কিন্তু যে সমাজ তাঁকে সেই ইনসাফ দিতে ব্যর্থ হলো, সেই সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি ছিলেন অবিচল, অটল–নীরবতা নয়, প্রতিবাদই ছিল তাঁর ভাষা।

যখন তিনি কথা বলতেন, তা নিছক বাক্য থাকত না–তা পরিণত হতো বজ্রনিনাদে। সেই গর্জনে প্রকম্পিত হতো ফ্যাসিবাদের সিংহাসন, বিচলিত হতো আধিপত্যবাদী শক্তির ভিত্তিমূল। তিনি ছিলেন অন্যায়ের সম্মুখে এক অনড় প্রাচীর, নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক জীবন্ত প্রতিধ্বনি। অনেকের কাছে তিনি ছিলেন ভীতির কারণ–কেননা

তিনি বিক্রীত হননি, অবনত হননি, স্তব্ধ হননি।

শরীফ উসমান হাদি স্বপ্ন দেখতেন একটি ইনসাফপূর্ণ বাংলাদেশের। এমন এক স্বদেশ, যেখানে সত্যোচ্চারণের মূল্য জীবন নয়, যেখানে ন্যায়বিচার কারও করুণা নয়–মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই স্বপ্নের তরঙ্গে বাংলার জনগণ তাঁকে কেন্দ্র করে বুনেছিল পরিবর্তনের সুবর্ণ কল্পনা। তিনি ছিলেন সেই আশার এক দীপ্তিমান প্রতীক।

কিন্তু ইতিহাস প্রায়শই নিষ্ঠুর নাট্যকার। যে মানুষেরা কালের স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ায়, কাল প্রায়ই তাদের ধারণ করতে অক্ষম হয়। শরীফ উসমান হাদি পরিণত হলেন এক রক্তাক্ত সমাপনীর শিকারে। ঘাতকদের নিষ্ঠুর আঘাতে তিনি শাহাদাতবরণ করলেন–বিসর্জন দিলেন স্বীয় প্রাণ এই জনপদের মানুষের জন্য। কোনো হুমকি, কোনো শাসানি তাঁকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তিনি উপলব্ধি করতেন, সত্যের অভিযাত্রা কখনো নিরাপদ পথ নয়–তবু সেই কণ্টকাকীর্ণ পথই ছিল তাঁর নির্বাচিত গন্তব্য।

তাঁর নিদারুণ প্রয়াণের পর বাংলাদেশ উপলব্ধি করেছে, সে কোন মহামূল্যবান সত্তাকে হারিয়েছে। শোকবিহ্বল হয়েছে দেশের সর্বস্তরের মানুষ। যে মানুষটি সম্ভবত নিজেও অনুভব করেননি–তাঁকে মানুষ এতটা অন্তর্গত ভালোবাসায় ধারণ করে, তাঁর অনুপস্থিতি এমন বেদনাময় শূন্যতা সৃষ্টি করবে। দিনের পর দিন মানুষ তাঁর সমাধির সম্মুখে সমবেত হয়েছে, নয়নাশ্রু সেখানে নিবেদন করেছে। এই অশ্রুকণা কোনো আনুষ্ঠানিক শোক নয়–এ অশ্রু ভালোবাসার প্রামাণিক সাক্ষ্য।

শরীফ উসমান হাদি আজ নেই। কিন্তু কিছু মানুষ প্রস্থান করলেও বিলুপ্ত হয় না। তাঁরা অবশিষ্ট থাকেন মানুষের কণ্ঠস্বরে, স্মৃতিপটে, নিশ্বাসে। তিনি সেই শ্রেণির মানুষ–যিনি সাহসের প্রকৃত সংজ্ঞা শিখিয়ে গেছেন, যিনি প্রদর্শন করেছেন আপসহীনতার প্রকৃত রূপ।

সম্ভবত আমরা আর এমন ব্যক্তিত্ব সহজে অর্জন করব না। কেননা এমন মানুষ ইতিহাসের পাতায় অত্যন্ত বিরল। তাঁরা আবির্ভূত হন–জাগরণ সৃষ্টি করেন–স্বপ্ন রচনা করেন–অতঃপর নির্মমভাবে বিদায় নেন। কিন্তু রেখে যান এক মহান দায়িত্ববোধ: অন্যায়ের সম্মুখে নতশির না হওয়ার দায়, সত্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার দায়। শরীফ উসমান হাদি ছিলেন সেই দায়বদ্ধতার জীবন্ত নাম।

মুন্সীগঞ্জ, সৈয়দপুর

হাদিঃ একজন পথপ্রদর্শক

আলেমা ফাতিমা ফাহমিদা

প্রচণ্ড মনখারাপের সময় কেউ কেউ নীরবে বসে থাকে–নিজের ভেতরে গুটিয়ে। আর আমি তখন হাঁটতে বের হই। শহরের অলিগলি, ফুটপাত, মানুষের ভিড়ে হেঁটে বেড়াই। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জীবনের দৃশ্যগুলো দেখি। কোথাও ক্লান্তি, কোথাও হতাশা; আবার কোথাও অকারণ হাসি। মানুষের এই বিচিত্র জীবনদর্শন কখনো আমাকে ব্যথিত করে, আবার কখনো অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে দেয়।

সেদিন ছিল শেষ বিকেল। শহরের ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম। হঠাৎই যেন ঝুপ করে নেমে এলো আঁধার। কংক্রিটের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো ভাবনাগুলো মাথার ভেতর জট পাকাতে লাগল। ডিসেম্বরের আকাশে ভেসে থাকা ধূসর স্তর–ওগুলো কি কুয়াশা, না-কি জমে থাকা কালো মেঘ? মনে হচ্ছিল, বিষণ্নতার ভার যেন আকাশ থেকে নেমে এসে বুকের ওপর চেপে বসেছে।

শহরকে দেখে শান্তি পাওয়ার কথা ছিল। অথচ সেদিন মনে হচ্ছিল, গোটা শহরজুড়ে জমে আছে এক শীতল নীল বেদনা।

হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল একটি পোস্টার। কাগজে ছাপানো একটি নাম–দূর থেকেও স্পষ্ট। ঢাকা-৮, "ওসমান হাদি"। ছবিতে তিনি নির্বাক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছেন, যেন নীরবতার মধ্যেই রেখে গেছেন অগণিত উচ্চারণহীন কথা।

শরিফ ওসমান হাদি–তিনি শুধু একটি নাম নন; এক সাহসের প্রতীক। ফ্যাসিবাদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের পথে চির উন্নত মম শির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। মৃত্যুর হুমকিকেও উপেক্ষা করে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ে গেছেন সত্য ও ইনসাফের পক্ষে।

ঠিক তখনই ফোনে ভেসে এলো আরেকটি সংবাদ–খুলনাতেও একজনকে মাথায় গুলি করা হয়েছে। মুহূর্তেই মনে হলো, এই বাংলার শরীরজুড়ে যেন ছড়িয়ে আছে গভীর বিষাদের ছাপ। একটি আকস্মিক বিদায় কেমন নির্মমভাবে কেড়ে নেয় আনন্দের সমস্ত উপলক্ষ্য! একটি দেশ, একটি জনপদ, একটি স্বাধীন মানচিত্র আমাদের আছে। তবু কোথাও অরাজকতা, কোথাও বৈষম্য, কোথাও না বলা দীর্ঘশ্বাস জমে থাকে।

এই দেশে আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইনসাফের কথা বলার হিম্মত কয়জনের আছে? কোথায় পাওয়া যায় এমন মানুষ, যারা সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে ভয় পায় না? কোথায় জন্ম নেয় এমন বিপ্লবী হাদিরা?

সময়ের কাঁটা থেমে থাকে না। রাত যায়, দিন আসে, তারপর একসময় ফুরিয়ে যায় হায়াত। কেউ দীর্ঘজীবন নিয়ে আসে, কেউ খুব অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন–যারা অল্প সময় থেকেও গভীর চিহ্ন রেখে যান। তারা বাঁচেন গাজির মতো, সত্যের পক্ষে অবিচল থেকে। আর চলে গেলেও তারা হারিয়ে যান না; মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে রাখেন সাহস, বিশ্বাস আর দায়বোধ।

তিনি সত্যিই হাদি–অর্থাৎ একজন পথপ্রদর্শক। এই বাংলার তরুণদের দেখিয়ে গিয়েছেন কীভাবে ইনসাফের কথা বলতে হয়, কীভাবে সত্যের পথে অবিচল থাকতে হয়, কীভাবে জীবনকে অর্থপূর্ণ সংগ্রামে পরিণত করতে হয়।

রব্বে কারিম তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। দুনিয়ার মানুষের কাছে তিনি যেভাবে সম্মানিত হয়েছেন, তার চেয়েও অধিক সম্মানিত হোন জান্নাতে রব্বে কাবার সান্নিধ্যে। রহিমাহুল্লাহ রহমাতান ওয়াসিআহ।

২২ ডিসেম্বর ২০২৫

হাদির স্বপ্নের বাংলাদেশ

উবাইদুল্লাহ তারানগরী

শহিদ শরীফ উসমান হাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। একটি নাম, একটি সংগ্রাম, একটি ইতিহাস। তিনি এখন সারা বিশ্বে পরিচিত। তিনি চেয়েছিলেন ন্যায় ইনসাফ ও সাম্যের বাংলাদেশ গড়তে। জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন তিনি। তার প্রতিটি আচরণ, উচ্চারণ, আন্দোলন-সংগ্রাম, বয়ান, বক্তৃতা, লেখা, টকশো, আবৃত্তি। সবকিছুতেই আশা জাগানিয়া এক আবহ তৈরি হয়েছিল। আরও বড়ো কথা হলো তার মধ্যে দ্বীনের আলো ছিল। তাকওয়ার সম্পদ ছিল। সাদামাটা চলন, প্রাণখোলা হাসি ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ করেছিল সবাইকে।

কিন্তু তাঁকে বাঁচতে দিল না হায়েনারা, সন্ত্রাসীরা। তার ভিডিওগুলো এখনও মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ দেখে, শোনে, ভাবে, ফলো করে। গায়ে ময়লা পানি নিক্ষেপসহ উপেক্ষার নানা দৃশ্যগুলো এখনও কাঁদায়। সবাই নিজের ভেতরে একটি করে হাদি লালন করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে শরীফ ওসমান হাদির মতো এত কম বয়সে, কোনো বড়ো রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানে না থেকে এত জনপ্রিয়তা, এত ভালোবাসা, এত দোয়া ও অশ্রুসিক্ত নয়ন আর কেউ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। খুব সম্ভবত তার জানাজা জিয়াউর রহমানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। মিডিয়া তারই সাক্ষ্য দেয়।

সেদিন বাদ ফজর হাঁটছিলাম, দোকানে তর্করতদের একজন বিএনপি কর্মীকে বলতে শুনলাম; প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের চেয়েও হাদির জানাজায় লোক বেশি হয়েছে। এই ঈর্ষা জাগানিয়া জনপ্রিয়তার পেছনে রহস্য কী? কারণ কী?

কারণ মোটাদাগে তিনটি:

১. হাদি ভারতীয়সহ সকল আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করতেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি কালচারাল সেন্টার গড়ে তুলেছিলেন।

২. হাদি আওয়ামী ফ্যাসিবাদের কাছে মাথানত করেননি।

৩. তিনি ইসলামকে কালচারালি শক্তিশালী করে শাহবাগি কালচারাল হেজেমনি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

রহস্য ২টি:

১. সত্যের পক্ষে জেদি ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

২. যেখানেই অন্যায় দেখেছেন প্রায় সবার বিরুদ্ধেই বলেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা; এনসিপির কথিত জুলাইযোদ্ধা ও অন্যদের মতো তিনি বিক্রি হননি।

বাংলার মানুষ তাই নিজের চিন্তার প্রতিচ্ছবি দেখেছে হাদির মধ্যে। তারা এমন একজনকে দেখেছে, যে কোনো কম্প্রোমাইজ ছাড়া এ মাটি ও মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। যতটুকু পেরেছে লড়াই করেছে। তাই মানুষ জানপ্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবেসেছে। নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা নাজুক। তফসিল ঘোষণার প্রায় দুই দিন পরই দুপুরে, জুমার দিনে, প্রকাশ্যে, গুলি করে প্রায় সাত আট ঘণ্টা সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় নিরাপদে খুনি বিদেশে পালিয়ে যায়। কী করে তা সম্ভব! দায় বা অবহেলাটা কার? তাঁর শাহাদাতের প্রায় তিন মাস হতে চলল কবরে জিয়ারতকারীর সংখ্যা কমেনি। তবে জাতি লজ্জিত, শোকাহত, শঙ্কিত। পথে পথে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও ব্যর্থ রাষ্ট্র থেকে বিচার আদায় করতে পারেনি।

হাদির সাহসী উচ্চারণ ও পদক্ষেপগুলো ছিল একেবারেই সুস্পষ্ট। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং সনে হাদি বলেছিলেন; 'মৃত্যুর ফয়সালা জমিনে না, আসমানে হয়। আমি চলে গেলে আমার সন্তান লড়বে, তার সন্তান লড়বে! যুগ হতে যুগান্তরে আজাদির সন্তানেরা স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখবেই। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর হতে পৃথিবীতে পা রেখেছি।' শরিফ ওসমান হাদির এই কথাই সত্য হয়েছে তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন।

হাদি সেনাপ্রধানকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিলেন: সাহস থাকলে ক্যু করে দেখান। জনগণ গিয়ে ইট খুলে আনবে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। এটা কোনো হুমকি ছিল না, এটা ছিল জনতার শক্তিরই ঘোষণা।

হাদি প্রধান উপদেষ্টার চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন: আমি বিশ্বাস করি, আপনি পালাতে আসেননি। তাই ভয় পাবেন না। নামগুলো বলেন–কারা আপনাকে কাজ করতে দিচ্ছে না। এই কথার ভেতর ছিল না ভদ্রতার মুখোশ, ছিল সত্য বলার দুরন্ত সাহস।

ইন্টেরিমের উপদেষ্টাদের উদ্দেশে হাদি বলেছিলেন: একজন রিকশাওয়ালাও জানে–আপনাদের কেউ ভালো না। আপনারা জুলাইকে বেচে দিয়েছেন। এক পা বিদেশে, আরেক পা ক্ষমতার টেবিলে। শহিদদের রক্তের সঙ্গে আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

এই অভিযোগ কোনো গুজব না, এটা রাজপথের রায়।

হাদি বিএনপিকে বলেছিলেন: শহিদ জিয়ার দলকে ভারতের দাস বানাতে দেবো না। কারণ স্বাধীনতার নামে দাসত্ব মানে শহিদদের অপমান।

হাদি জামায়াতে ইসলামী-কে বলেছিলেন: নিজামী, সাঈদীর জামাতকেও ভারতের দাস হতে দেবো না। কারণ আদর্শের কথা বলে পরাধীনতা মেনে নেওয়া সবচেয়ে বড়ো ভণ্ডামি।

হাদি এনসিপি-কে সোজাসাপটা বলেছিলেন: তোমরা জুলাইকে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়েছ। মনে রেখো! জুলাই কোনো দলের না, জুলাই পুরো দেশের। এই কথায় কেঁপে উঠেছিল অনেকের সাজানো বয়ান। ভেঙে পড়েছিল ভোগের রঙিন স্বপ্ন।

হাদি এমনকি ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের ক্ষেত্রেও বলেছিলেন: যারা গণহত্যায় জড়িত না, তাদের সাথেও ইনসাফ করতে চাই। কারণ হাদির রাজনীতি ছিল প্রতিশোধের না, ন্যায় ও ইনসাফের।

ঢাকা-৮ আসনে হাদি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মির্জা আব্বাস আর হেলাল উদ্দীনকে 'ভাই' বলে দোয়া চেয়েছিলেন; কারণ তিনি শিখিয়েছিলেন, রাজনীতি মানেই শত্রুতা না, রাজনীতি মানেই মানবতা। স্যার পূজা নয়।

হাদি হেভিওয়েট রাজনীতির মিথ ভাঙতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতা আর টাকার কাছে মাথা নত না করে সবার জন্য সমান মাঠ গড়তে চেয়েছিলেন। হাদি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন–সততা, ভালোবাসা, ত্যাগ আর জনগণের ভাষা বুঝতে পারলে, কোটি টাকার প্রার্থীকেও হারানো যায়।

হাদি চেয়েছিলেন, হিন্দুদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম: যাতে কোনো দল আর কোনো সময় তাদের ভোটব্যাংক বানিয়ে ব্যবহার করতে না পারে। তাঁর স্বপ্ন দেখেছিলেন; ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এই দেশের মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করানোর। তিনি কালচারাল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যোগ্য, দক্ষ সাহসী মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

হাদি চেয়েছিলেন, জুলাইয়ের শহিদদের খুনিদের বিচার। ৫৭ বিডিআর হত্যার বিচার। শাপলা গণহত্যার বিচার। গুম-খুনে জড়িত ডিজিএফআইয়ের নরপশুদের বিচার।

হাদি দেখাতে চেয়েছিলেন; বিক্রি না হয়েও রাজনীতি করা যায়। মুড়ি আর বাতাসা দিয়েও জনসংযোগ হয়। কোটি টাকা ছাড়াও নির্বাচন করা যায়–যদি জনগণ পাশে থাকে। সাধারণ নাগরিক হিসেবে ইন্টেরিম সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে জানতে চাই–

এই চাওয়াগুলো কি এতটাই অপরাধ ছিল? যে, তাঁকে বাঁচতে দেওয়া হলো না? তাহলে প্রশ্ন জাগে–এই দেশে কি সততা নিয়ে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ? ইনসাফের কথা বললেই কি মৃত্যু অনিবার্য? জনগণের পক্ষে দাঁড়ালেই কি গুলি বরাদ্দ?

যদি হাদির স্বপ্ন অপরাধ হয়, তাহলে এই রাষ্ট্র নিজেই অপরাধী। আর যদি তার চাওয়াগুলো সত্য হয়, তাহলে হাদি

মরেনি, হাদি আজও প্রশ্ন হয়ে এই জাতির বুকের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে যাচ্ছে। পিতা-পুত্রের নাম আজ একাকার হয়ে আছে। হে শরীফ, হে উসমান, হে হাদি! জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ো। আমাদের বিশ্বাস! তোমার হত্যার বিচার একদিন হবেই হবে, ইনশাআল্লাহ। আগামীর সরকার প্রধান যিনি হবেন, তাঁর প্রতি বিনীত অনুরোধ; হাদি ভাইয়ের শেষ ইচ্ছে, তার খুনিদের বিচারটা অন্তত করবেন।

মুফতি ও মুহাদ্দিস, জামিয়া ইবনে আব্বাস (রা) সামান্তপুর জয়দেবপুর গাজীপুর সিটি।

আমি চির বিদ্রোহী বীর

জাবের আবদুল্লাহ

ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালে। কিন্তু বাঙালিরা সেই স্বীকৃতির যথার্থ কোনো মূল্য আজ অবধি পায়নি। চিরকালই তারা বাংলাদেশকে নিজেদের একটা অঙ্গরাজ্যই ভেবে এসেছে। এরই মধ্যে স্বাধীনতার ৫৪ বছর গত হয়েছে। ছাত্রজনতার অসীম সাহস আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা। তবু ভারতের আধিপত্যবাদী মন-মানসিকতা থেমে যায়নি। তাদের কূটকৌশলে এখনও আমরা একের পর এক হারাচ্ছি দেশের সূর্য সন্তানদেরকে। স্বদেশপ্রেমি বিপ্লবীদেরকে। এত সব সত্ত্বেও কিন্তু মৃত্যু ভয়ে মানুষ বসে থাকেনি। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন হয়েছে। মিছিল হয়েছে। বাস্তবে সেসব মিছিল, আন্দোলন আমি কখনো দেখিনি। যাই-ও নি।

তবু দিনে দিনে গুম, খুন আর হত্যার ঘটনায় যেন আমার ব্রেইন ট্রমাটাইজড হয়ে গেছে। ইদানীং মাঝে মাঝেই তাই আমার কল্পনাজুড়ে ভেসে ওঠে বিরাট রাজপথ। সেই পথে দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত মিছিল। সেখানে মিছিলের সম্মুখ সাড়িতে দাঁড়িয়ে ভাষণে ভাষণে ভূমিকম্প তুলছেন যুগের বিপ্লবীরা।

সেখানটায় খুব কাছে দাঁড়িয়ে শুভ্রসফেদ পাঞ্জাবি পরিহিত ঝাকড়া চুলের এক নির্ভীক তরুণকে দেখি। তিনি কবিতা আবৃত্তি করছেন। নজরুলের কবিতা হুবহু নজরুলের সাহস, শক্তি আর স্বর নিয়ে। আমি থমকে দাঁড়াই। শতসহস্র মানুষের মাঝেও কখনো সরাসরি না দেখা মানুষটাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় না। তিনি আমার শহিদ ভাই। দ্য গ্রেট হাদি। সময়ের শ্রেষ্ঠ লড়াকু, বিপ্লবী হিমাদ্রি।

তারপর মিছিল আরও এগিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ সেই মিছিলে হাস্যোজ্জ্বল আবরার ফাহাদকেও চোখে পড়ে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন সামনে। তাদের পেছনে আমি আবু সাইদ, মুগ্ধকেও দেখতে পাই। বুকে বুলেট নিয়ে আর্তস্বরে বলছে–"পানি লাগবে ভাই! পানি লাগবে...?"

আমি দাঁড়িয়েই থাকি। ধীরে ধীরে মিছিল আরও এগিয়ে যায়। যেতেই থাকে। আমার চোখের তারায় ভেসে ওঠে শাপলা চত্বর, ছোপ ছোপ রক্ত, দাড়ি-টুপি পরা অনেক মানুষ। বীভৎস লাশ। আমি চেয়ে থাকতে পারি না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তবু শহিদানের মিছিল এগিয়ে যায়। যেতেই থাকে। হয়তো একাত্তরের শহিদেরাও আছেন এই মিছিলে। হয়তো ভাষা আন্দোলনের রফিক, সালাম, বরকত, জব্বাররাও আছে। কিন্তু সেসব কিছুই আমি দেখতে পাই না। ক্লান্তিতে বসে পড়ি। তবু মিছিল আসতেই থাকে। একটার পরে আরেকটা। একই স্লোগান আর একই রকম কণ্ঠ যেন তাদের সবার। ঠিক হাদির মতোন। যেতে যেতে তারা বলে যায়–

বল বীর,
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নতশির
ওই শিখর হিমাদ্রির
বল বীর...

শিক্ষার্থী, জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

প্রবন্ধ

চেতনার আজাদি ও উসমান হাদির রাজনীতি

মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহ

সাতচল্লিশের আজাদির পরপরই এই ভূখণ্ডের কাঁধে নেমে এসেছিল শোষণের দীর্ঘ ও ভারী ছায়া। পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈষম্য ও অবহেলাকে পুঁজি করেই ভারত এই অঞ্চলে আধিপত্যবাদের বাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে ওঠে। র‍্যাডক্লিফের টেবিলে টানা সীমান্তরেখা আর জওহরলাল নেহেরুর কূটনৈতিক বন্ধুত্বের আড়ালে পরিচালিত রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ আমাদের ভাগ্যে লিখে দেয় বৈষম্য, সন্দেহ ও নির্ভরতার এক দীর্ঘ ইতিহাস। ভারতের পাতানো ফাঁদে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একযোগে পা রাখায় আগ্রাসনের সেই নকশা আরও সহজে বাস্তবরূপ পায়। একাত্তরের রক্তঝরা সংগ্রামের পর স্বাধীনতা এলেও মুক্তি অধরাই থেকে যায়। রাষ্ট্রের নাম বদলায়, কিন্তু পরাধীনতার কাঠামো অক্ষত থাকে।

স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা আজও ভারতীয় আধিপত্যবাদের থাবা থেকে পুরোপুরি বেরোতে পারিনি, পারিনি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বাদ নিতে।

এই আধিপত্যকে দীর্ঘায়িত করতে এবং বৈধতা দিতে কাজ করেছে আওয়ামী লীগ নামের এক সন্ত্রাসবাদী সাংগঠনিক কাঠামো, তাদের পৃষ্ঠপোষক সাংস্কৃতিক দালাল, বিক্রীত সেবাদাস বুদ্ধিজীবী, নৈতিকতাবর্জিত শিক্ষক ও কথিত সুশীল সমাজ। ক্ষমতার স্বার্থে তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে স্বাভাবিক করে তোলার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছে।

হাসিনার শাসনামলের বড়ো কৃতিত্ব ছিল এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মটো অনুসরণ করা এবং সেই আগ্রাসনের জন্য সামাজিক বৈধতা উৎপাদন। উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার বুলি আওড়ে ফ্যাসিবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার এই প্রয়াসই সমাজে নীরব দাসত্বের সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এই অবস্থার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মটো ভেঙে নতুন সাংস্কৃতিক ময়দান তৈরির দায়িত্ব হাতে নেন জুলাই বিপ্লবের অন্যতম সম্মুখ সারির সৈনিক শরীফ ওসমান হাদি।

জুলাই বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে ওসমান হাদি হয়ে ওঠেন এক নমুনা ও আদর্শিক চরিত্র। 'ইনকিলাব মঞ্চ' নামে সাংস্কৃতিক রাজনীতির যে স্বপ্ন তিনি গত ষোলো মাসে মানুষের সামনে হাজির করেছেন, তা ধীরে ধীরে গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে আজাদির লড়াইয়ের প্রধান থিমে পরিণত হয়েছে। বুক চিতিয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি ফ্যাসিস্টদের মোকাবিলা করেছেন এবং নতুন সাংস্কৃতিক রানওয়েতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছেন। ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তার বোল্ড অবস্থান তিনি সচেতনভাবেই নিয়েছিলেন–তিনি জানতেন, এই অবস্থান তার জন্য ভয়ংকর অনিশ্চয়তা ডেকে আনবে।

তবুও তিনি পিছু হটেননি। মাতৃভূমি রক্ষায় প্রাণ উৎসর্গকারী শহিদদের উত্তরসূরি হয়ে আজাদি মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে বুলেটবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাকে তিনি শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। জীবন নিয়ে শঙ্কা আছে কি না–এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়েই ইনসাফ কায়েমের পথে শহিদ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই তার আজন্ম বাসনা। কী অদম্য মনোবল ও আজাদি চিন্তা নিয়ে তিনি বাংলাদেশপন্থি রাজনীতির পথ অনুসরণ করেছেন, তা ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য তিনি নিজেকে নিঃশর্তভাবে অর্পণ করেছিলেন। এই সদিচ্ছার কোনো অপমৃত্যু নেই।

শরীফ ওসমান হাদিকে শারীরিকভাবে নিঃশেষ করা গেলেও তার মতো হাজারো হাদি রয়ে যাবে অসমাপ্ত কাজগুলো এগিয়ে নিতে। তাই হাদিকে শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়। আজাদির লড়াইয়ে তিনি হয়ে থাকবেন এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ, যার আলো পথ দেখাতে থাকবে।

যে দর্শনের চোখ দিয়ে ওসমান হাদি বাংলাদেশকে দেখতে চেয়েছিলেন, তা

বাস্তবায়িত হলে এই জমিন সত্যিই এক শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশোনা করে বনানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি তিনি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বপ্নে নিজেকে রাজনৈতিক চরিত্রে রূপ দেন। শিক্ষকতা, সাংস্কৃতিক রাজনীতি, জাতিসত্তার প্রশ্ন ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পাহারাদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন কবিও। 'সীমান্ত শরীফ' ছদ্মনামে তার সাহিত্যচর্চা সেই কথাই বলে।

২০২৪ সালে প্রকাশিত তার কবিতাগ্রন্থ 'লাভায় লালশাক পুবের আকাশ' এর উৎসর্গপত্রই তার দর্শনের পরিচয় বহন করে। বাবার প্রতি তার ভালোবাসা, বিশ্বাস ও ঈমানী চেতনা সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, সততা ও আদর্শ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন।

উন্নয়নের নামে স্বৈরশাসনের যে তামাশা চলছিল, তা ভাঙার স্বপ্ন তার কবিতায় স্পষ্ট ভাষায় ফুটে উঠেছে। রাষ্ট্রের মিথ্যা কার্পেট পায়ে মাড়িয়ে তিনি মাটির মানুষ হতে চেয়েছিলেন। লাল-সবুজের পতাকা তার কল্পনায় মহাকাব্যের মতো উড্ডীন থাকত। মস্তিষ্ক নিয়ে তার শঙ্কাও কবিতায় স্পষ্ট

'দোহাই শুধু মস্তিষ্কটা খেয়ো না আমার
তাহলে শীঘ্রই দাস হয়ে যাবে তোমরাও।'

কারণ তিনি জানতেন, চিন্তার দাসত্বই সবচেয়ে ভয়ংকর। নির্মম বাস্তবতা হলো, ভারতীয় আধিপত্যবাদের সেবাদাস ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঠিক সেই মস্তিষ্ককেই নিশানা করেছে। তার চিন্তা ও স্বপ্নের শক্তিকেই তারা ভয় পেত। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মজলুম মানুষের জন্য তার হৃদয় ব্যথিত হতো। ফিলিস্তিন ও গাজার গণহত্যার চিত্র তার কবিতায় উঠে এসেছে মহাকাব্যিক বেদনাবোধে।

হাদির এই দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও আধিপত্যবাদবিরোধী চেতনা আজ অনেকের জীবনের রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা। এক সতর্কবাণী তিনি আমাদের শিখিয়েছেন–চুপ থাকা মানেই আগ্রাসনের পক্ষে দাঁড়ানো।

যদি বন্দুকের ভয় তাকে গ্রাস করত, তবে তিনি রাজপথে নেমে 'জান দেবো, জুলাই দেবো না' বলে কণ্ঠ তুলতেন না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যে আজাদির গান গাইতে পারে, তা ওসমান হাদি আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

আজাদি আসে ত্যাগ, চেতনা আর অবিচল অবস্থানের মধ্য দিয়ে। যারা আধিপত্যের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছে, তারাই ইতিহাসে আলো হয়ে থেকেছে।

এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই কুরআনের বাণীতে–"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে

করো না; বরং তারা জীবিত, তাদের রবের কাছে রিজিকপ্রাপ্ত।" (সুরা আলে ইমরান, ৩:১৬৯)

এই আয়াত হাদির রক্তে লেখা ঘোষণা, বুলেট শরীর থামাতে পারে, কিন্তু স্বপ্ন থামাতে পারে না। যে চিন্তা ইনসাফের পক্ষে দাঁড়ায়, যে কণ্ঠ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়, তা কখনো নিঃশেষ হয় না। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে সে নতুন নামে, নতুন মুখে ফিরে আসে।

আর এই চেতনার শেষ টানতে চাই একটি ক্ষুদ্র কবিতায়–

"রক্ত ঝরালে মুছে যায় না আজাদির ইতিহাস,
শহিদের নামে জ্বলে ওঠে প্রতিরোধের বিশ্বাস।
বুলেট থামায় দেহের গতি, থামে না স্বপ্নপথ,
এক হাদির পর হাজার হাদি জাগায় দেশের রথ।"

লেখক ও সম্পাদক

প্রবন্ধ

শহিদ হাদি ভাই:

নীরবতার ভেতর দগ্ধ হয়ে ওঠা এক নৈতিক আগুন

ইতিহাস সব সময় উচ্চকণ্ঠের নামে লেখা হয় না। অনেক সময় ইতিহাস জন্ম নেয় নীরব মানুষের বুকের গভীরে–যেখানে শব্দ নেই, কিন্তু আছে দৃঢ় বিশ্বাস। শহিদ হাদি ভাই ছিলেন তেমনই একজন মানুষ। খুব সাধারণ এক ঘরে জন্ম নেওয়া এই মানুষটির মৃত্যু আর সাধারণ থাকেনি, কারণ তাঁর মৃত্যু কেবল একটি জীবনকে থামায়নি–তা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একটি সময়কে।

হাদি ভাই কখনো নিজেকে নায়ক ভাবেননি। তিনি চেয়েছিলেন শুধু এটুকুই–এই মাটিতে মানুষ যেন মাথা উঁচু করে মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু যে সমাজে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাই বেঁচে থাকার শর্ত হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে এই চাওয়াটুকুই একসময় অপরাধে রূপ নেয়। সত্যের পক্ষে থাকা, নিরপেক্ষ থাকার ভান না করা–এই দুটোই তাঁর জন্য বিপদের কারণ হয়ে ওঠে।

ভয়ের দেয়াল যখন চারপাশ ঘিরে ধরে, যখন নীরবতাই নিরাপত্তার একমাত্র আশ্রয় বলে শেখানো হয়, তখন হাদি ভাই নীরবই ছিলেন–কিন্তু মাথা নিচু করে নয়। তাঁর নীরবতা ছিল দণ্ডায়মান, অবিচল। তিনি জানতেন, কিছু নীরবতা আত্মসমর্পণ, আর কিছু নীরবতা ইতিহাসের সঙ্গে কথা বলে। তিনি বেছে নিয়েছিলেন দ্বিতীয়টিকে।

দীর্ঘদিন অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তি ছিল তাঁর চোখে। তবু সেই চোখেই জ্বলছিল আশার ক্ষীণ কিন্তু অদম্য আলো। তিনি জানতেন, এই পথে হাঁটার শেষ প্রান্তে হয়তো কোনো নিরাপদ ঘর নেই, নেই মায়ের ডাক বা বন্ধুদের হাসি। তবু তিনি থামেননি। কারণ কেউ যদি প্রথম পা না বাড়ায়, তবে পথ কখনো জন্ম নেয় না; আর কেউ যদি সত্যের পাশে না দাঁড়ায়, তবে সত্য চিরকাল মাটিতে পড়ে থাকে।

যেদিন হাদি ভাই রক্তাক্ত শরীর নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, সেদিন কেবল একটি মানুষের জীবন থেমে যায়নি। সেদিন একটি মায়ের বুক চিরে জন্ম নিয়েছিল শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস। একটি ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল। আর একটি দেশ আবারও বুঝে নিয়েছিল–সত্য বলা কতটা বিপজ্জনক, আর সত্যের মূল্য কতটা নির্মম হতে পারে।

আজ হাদি ভাই আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি নীরব নয়। তাঁর রক্ত আজও প্রশ্ন তোলে–আমরা কেন চুপ থাকি? তাঁর নীরবতা আজও চিৎকার করে–অন্যায়কে মেনে নেওয়াই কি বেঁচে থাকা?

আর তাঁর সাহস আমাদের বিবেকের দরজায় বারবার কড়া নাড়ে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়–মানুষ হয়ে বাঁচার মানে কী।

হাদি ভাই প্রমাণ করে গেছেন, সব মৃত্যু পরাজয় নয়। কিছু মৃত্যু সময়কে জাগিয়ে তোলে, কিছু মৃত্যু প্রজন্মের ভেতর সাহস হয়ে বাসা বাঁধে। তিনি আজ নেই–কিন্তু যে মানুষ অন্যায়ের সামনে বুক কাঁপতে দেয় না, যে কণ্ঠ সত্য বলতে থেমে যায় না, সেই প্রতিরোধের প্রতিটি স্পন্দনে হাদি ভাই আজও জীবিত।

শহিদ হাদি ভাই কোনো অতীত নন। তিনি আমাদের বর্তমানের বিবেক, আর ভবিষ্যতের কাছে রেখে যাওয়া এক অনিবার্য প্রশ্ন।

ফাহাদ বিন হারুন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

শকুন যাকে ছিঁড়ে খায়নি

ভারতীয় আধিপত্যবাদের মোকাবেলায় সময়ের অন্যতম লড়াকু বীর শহিদ শরীফ উসমান হাদি রহ.-কে নিয়ে লেখার বাসনা লালন করছি বহুদিন যাবৎ। কিন্তু সুযোগের কলি ফোটেনি রোদ শূন্যতায়। রোদ মেঘের আড়ে হারিয়ে গেছে ১২ই ডিসেম্বর। একটা বুলেটের আঘাতে হৃদয়াকাশের ওপাড়ে থেমে গেছে সূর্য। সেদিন থেকে সব আমেজ নিস্তেজ হয়ে আছে শীতের শান্ত দুপুরের মতো। আকাশনীলায় কালো মেঘের দল জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। চাপা পড়েছে স্বাধীনতা ও স্বার্বভোমত্বের আলোকরশ্মি। তা যে সূর্য থেকে স্ফুরিত হতো, তার নাম শহিদ ওসমান হাদি রহ.।

তিনি ক্ষমতার দিকে হাঁটেননি, তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ। একা একা প্রতিকূল স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বয়েছিলেন সংগ্রামের তরী। নিঃসঙ্গ কিন্তু অবিচল। তিনি বারবার হোঁচট খেয়েছেন, আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, কিন্তু পুনরায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। আহত সিংহের ন্যায় হুংকার ছেড়ে বলেছেন: "জান দেবো, জুলাই দেবো না!"

তার মূল লক্ষ্য ও স্বপ্ন ছিল একটি ইনসাফের বাংলাদেশ। যাতে থাকবেনা দুর্নীতি ও দুঃশাসন। যে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে আপন শক্তিতে বেঁচে থাকবে। কারও করুণার পাত্র হবে না, কাউকে সমীহ করেও কথা বলবে না, কারও আধিপত্যের স্বীকার হবে না। তাইতো তিনি বলেছিলেন: "ঘাস খেয়ে হলেও অস্ত্র বানাও বাংলাদেশ!"

তিনি ইনসাফমুখর পরিবেশ চেয়েছেন। যারা বলে ইসলাম বৈ ইনসাফ অসম্ভব, তাদের সম্ভাবনার যুক্তি দিয়ে বলেছেন: "ইনসাফ কায়েম হলেই ত অর্ধেক ইসলাম কায়েম হয়ে যায়।" যে ইনসাফের সমাজে সকল ধর্মাবলম্বী, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ফিরে পাবে তাদের সুষ্ঠু বিচার ও মানবিক অধিকার। তাইতো তিনি বলতেন: "আমি আমার শত্রুর সাথেও ইনসাফ করতে ভালোবাসি।"

তার চাওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। তিনি ইংরেজ ও বিজাতীয় দালালদের অপসংস্কৃতির জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। বৈরী বিষবাষ্পে বিষাক্ত আচার-সভ্যতার বদল চেয়েছেন। তিনি কুড়িয়ে আনতে চেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া ঈদের আমেজ, চাঁদরাতের আনন্দ, শবেবরাতের হালুয়া রুটি ও দোয়া মাহফিলে বাতাসা বিতরণ। আবার দাঁড় করাতে চেয়েছেন ফোম ও ছন দিয়ে তৈরি ঈদের ঘর, মসজিদ প্রাঙ্গণে মিষ্টান্নের মেলা, সালামি নিতে বাচ্চাদের ছোটাছুটি আর দেশাত্মবোধক গানে কিশোরদের নানা আয়োজন। তিনি সংস্কৃতির মধ্যেও

ফোটাতে চেয়েছেন আমাদের আত্মপরিচয় ও গৌরব। কারণ আত্মপরিচয় ভোলা জাতির উল্লাস ও স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না।

তিনি সংস্কৃতিচর্চা করতেন দেশ ও স্বার্বভৌমত্ব নিয়ে। তার কবিতায় ছিল অশান্ত সীমান্ত, বিশ্বরাজনীতি, ফিলিস্তিনের কান্না, নিপীড়িত মানুষের চিৎকার আর একটি দুর্বল দেশের পরাধীনতার হাহাকার। তার অস্তিত্বে ছিল চেতনা, উদ্দীপনা ও সম্ভাবনা। স্বাধীনতার বারুদে ঠাসা তার কবিতার লাইন, সততায় মাখা হাসি, সাহসিকতায় ভরা চাহনি আর স্লোগানে স্লোগানে হুংকার।

তিনি গণমানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামেই ছিলেন সম্মুখ সারিতে। জীবনভর চেয়েছেন শাহাদাত। শহিদ হওয়ার কিছুদিন আগেও তাই জাতীয় স্মৃতিসৌধে দাঁড়িয়ে বলেছেন: "আমি তো কামনা করি একটা তুমুল মিছিল হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সে মিছিলের সামনে আমি আছি। কোন একটা বুলেট হয়তো আমায় বিদ্ধ করে দিয়েছে এবং সেই মিছিলে আমি ইনসাফের হাসি হাসতে হাসতে শহিদ হয়েছি।" যা চাইলেন তা-ই পেলেন–তিনি সে মিছিলেই ছিলেন। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আমৃত্যু বিপ্লবী হয়ে রইলেন।

তিনি সকল বিপ্লবীদের রূপে রূপায়িত হয়েছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের চেতনামাখা রক্ত নিয়ে, আবরার ফাহাদের ফেসবুক পোস্ট আর আবু সাঈদের প্রসারিত দুটি হাত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন জুলাইযুদ্ধে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করেছেন বারুদ ও রক্তের গন্ধবাতাসে ভারী হওয়া পরিবেশ। তিনি চলে যাননি শুধু, একটি আগত ইতিহাসকে শূন্য করে দিয়েছেন। যেন সবকিছু থেমে আছে কোথাও।

হাদির ??? সন্ধানে আমি প্রতিটি গলির মুখপ্রান্তে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরি, নাকে ভেসে আসে সময় জমে থাকা মরা বাতাসের নীরব পচনের গন্ধ, সীমানায় উড়তে দেখা যায় না সীমান্ত ঈগল, যার চোখে দেখা যেত–আরেক বাংলাদেশ। তিনি তার কবিতায় বলেছেন: "আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন!" কিন্তু শকুন তাকে ছিঁড়ে খায়নি।

নূরুল্লাহ বখ্‌ত
শিক্ষক: মাদরাসাতুর রহমান আল আরাবিয়্যা, ঢাকা

তোমার আদর্শে উজ্জীবিত

ছোট ভাই উসামা আহমাদ

শাহিদ শরীফ ওসমান হাদি রহ.–একটি নাম, যা উচ্চারণ মাত্রই বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক আকাশে এক ভয়ংকর ক্ষতের চিত্র ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ নামক এই দেহে বিশাল গভীর এক ক্ষত, যেখান থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে। অজানা কোনো মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে পুরো জাতি যেন মৃত্যুশয্যায় কাতরাচ্ছে। আত্মার দুর্গতি, দাসত্বের অভিশাপ, ভয় আর আপসের বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ব-দ্বীপ যেন বিলীন হওয়ার প্রহর গুনছে।

এমন এক দগ্ধকালে হাদি রহ. উদ্ভাসিত হয়েছিলেন সুবহে সাদিকের সতেজ হাওয়া ও ভোরের নিষ্পাপ মিষ্টি কিরণ হয়ে। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন পুরো জাতিকে নির্ভেজাল অক্সিজেন সরবরাহ করছিল, তাঁর চলনবলন জাতিকে অ্যাকটিভ করার ফিজিক্যাল থেরাপি দিচ্ছিল, আর তাঁর ঈমানী দীপ্ত কণ্ঠ যেন মুয়াজ্জিনের ন্যায় মুক্তির আহ্বান করছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, "দাসত্বই যেখানে নিশ্চল নিয়তি, লড়াই-ই সেখানে সর্বোচ্চ ইবাদত।" আর এই কথাটি শুধু তাঁর মুখের সাধারণ একটি বাক্য ছিল না, বরং এটি ছিল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সারাংশ, তাঁর পদচারণার লয় এবং তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তের অমৃতস্বরূপ।

তিনি ১৯৯৩ সালের ৩০ জুন ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আব্দুল হাদি একজন মাদরাসা শিক্ষক ছিলেন, যিনি সন্তানদের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বীজ বপন করেছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই হাদি রহ. ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন–যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিশেষভাবে গড়ে তুলেছিলেন। ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। আর মাত্র ৩২ বছর বয়সে শাহাদাতের অমীয়সুধা পান করে মহান রবের সান্নিধ্য লাভ করেন। জীবন নামের এই খেলায় অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজে এমন এক অমলিন ছাপ রেখে গেছেন, যা কালের অপরিহার্য প্রবাহেও বিবর্ণ হবে না, ইনশাআল্লাহ।

তাঁর শাহাদাত শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয়, বরং সমগ্র মুক্তিকামী জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি আকস্মিক আবেগপ্রবণ সাধারণ কোনো চরিত্র ছিলেন

না; বরং তিনি ছিলেন ইসলামি স্বর্ণযুগের ন্যায়বোধ, ইনসাফ ও সার্বভৌমত্বের ধারক। তিনি বাংলার মাটিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন এক নৈতিক বিপ্লব, যেখানে ক্ষমতা নয়, চরিত্রই ছিল প্রধান সম্পদ। তাঁকে দেখলে বা পড়লে মনে হয় তিনি কোনো রূপকথার মহানায়ক, প্রকাণ্ড বড়ো কোনো শিল্পীর কাল্পনিক বিপ্লবী চরিত্র বা মহাকবির লেখা কবিতার বড়পুত্র। কিন্তু সত্যিই যে তিনি আমাদের "বীর বাঙ্গালী" ছিলেন, তা এখনও যেন আমাদের কাছে অমীমাংসিত।

তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জুলাই অভ্যুত্থানে তিনি রামপুরা এলাকার সমন্বয়ক হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। এই অভ্যুত্থানই তাঁকে জাতীয় নায়কের মর্যাদা দিয়েছে। তিনি ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ও মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

ইনকিলাব মঞ্চ অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে গঠিত হয় আওয়ামী লীগের অবশিষ্টাংশকে অপসারণ, ভারতের প্রভাব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে অদম্য চিৎকার এবং "গ্রেটার বাংলাদেশ" ধারণার সমর্থক হিসেবে। তিনি ঢাকা-৮ আসন থেকে সংসদসদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জুমার নামাজের পর পুরানা পল্টনের বিজয়নগর বক্স কালভার্ট এলাকায় অজ্ঞাত মোটরসাইকেল আরোহী বন্দুকধারীদের গুলিতে মাথায় গুরুতর আহত হন। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। এই হত্যাকাণ্ড সমগ্র বাংলাদেশে বিক্ষোভের ঝড় তুলেছে। অধিকাংশ এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ভারতের হাত দেখছেন, যা জাতীয় সার্বভৌমত্বের লড়াইকে আরও তীব্র করেছে।

তাঁর কথামালায় বারবার প্রতিধ্বনিত হতো আত্মমর্যাদার অমোঘ আহ্বান–"বিপ্লব মানে শাসকের পরিবর্তন নয়, বিপ্লব মানে ভয়ের পরিবর্তন।" আর এই ভয়মুক্তির কর্মটাই তিনি আজীবন সাধনা করেছেন–মসজিদের মেঝেতে নিদ্রা যাপন করে, ইনকিলাব মঞ্চের ফ্লোরে বিশ্রাম নিয়ে, নিজের বালিশ অন্য কর্মীর মাথায় তুলে দিয়ে, ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে রাজপথে সহকর্মীর উরুতে মাথা রেখে খানিকটা আরাম করে।

তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামের মহাকাব্য, আদর্শের উপাখ্যান এবং অদম্য সাহসের ইতিহাস। তাঁর নিষ্পাপ হাসি আর বন্ধুদের সাথে খুনশুটি দেখে মনে হতো তিনি যেন "মক্তবের ছোটো বাচ্চা"। নীরবে নিভৃতে গরিব অসহায়দের সাহায্য করতেন যেন "হাতীম তায়ী"। মহাবিপ্লবী সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মতো, মহান রবের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁচকি তুলে অশ্রু ফেলে কায়মনোবাক্যে বিপ্লবের সফলতা কামনা করতেন। বাকপটুতা, তর্কযুদ্ধ, উপস্থিত পরিপক্ব জ্ঞান, কবিতা বা লেখনী–সব প্রতিভা দিয়ে আল্লাহ যেন একজন

"হরফনমৌলা" আমাদের মুক্তির জন্য পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর লেখনী ছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র। তিনি লিখতেন জাতীয় সার্বভৌমত্ব, জুলাই শহিদদের অধিকার এবং নৈতিক বিপ্লবের উপর, যা যুবকদের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিত। তাঁর বক্তৃতাগুলোতে তিনি ভারতের প্রভাবকে "আধুনিক দাসত্ব" হিসেবে চিত্রিত করতেন। তাঁর শাহাদাতের পর ঢাকা থেকে পঞ্চগড়, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান-কাশ্মীর পর্যন্ত বিক্ষোভের ঢেউ উঠেছে, যা প্রমাণ করে তাঁর আদর্শ কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে সমগ্র জাতি ও স্বাধীনচেতা মানুষের হৃদয়ে।

তাঁর শাহাদাতের পরও তাঁর আহ্বান অমর হয়ে রয়েছে, বিশেষ করে তাঁর বারবার উচ্চারিত সেই কথা–"যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তাহলে অন্তত হত্যার বিচারটা কইরেন।" এই কথাটি যেন তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা, যা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইনসাফের পথে কোনো আপস নেই। তাই আমরা সকলে দাবি করছি যে, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর যেদিন তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং ১৮ ডিসেম্বর যেদিন তিনি শাহাদাতবরণ করেন, সেই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত ও ন্যায়সংগত বিচার অবশ্যই হতে হবে, যাতে তাঁর আত্মা শান্তি পায় এবং জাতি তার আদর্শকে আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারে। এই বিচার না হলে তাঁর লড়াইয়ের মহাকাব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এবং বাংলার মাটিতে ইনসাফের আলো ম্লান হয়ে পড়বে।

আজ যখন বাংলাদেশের আকাশে অন্ধকারের ছায়া ঘনীভূত, হাদি রহ. আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, লড়াই কখনো শেষ হয় না। তাঁর রক্তের প্রতিটি ফোঁটা যেন একটি বীজ, যা ভবিষ্যতের বিপ্লবের বৃক্ষ হয়ে উঠবে। তিনি ছিলেন না শুধু একজন নেতা, বরং একটি আন্দোলনের প্রাণ ভোমরা, যা ভয়কে পরাজিত করে স্বাধীনতার সূর্যোদয় নিয়ে আসবে। শহিদ হাদি রহ.–আপনার শাহাদাত আমাদের জন্য একটি পবিত্র অঙ্গীকার, যা আমরা পালন করব ইনশাআল্লাহ।

মাহফুজ বিন মোবারকপুরী
প্রাবন্ধিক। কলামিস্ট।

শহিদ ওসমান হাদিঃ

ইতিহাসের বুকে এক কালজয়ী অধ্যায়

তৌসিফ রেজা আশরাফী

কিছু মৃত্যু শিরোনাম হয়, আর কিছু মৃত্যু ইতিহাসের বুকে ক্ষত হয়ে বসে থাকে। শহিদ ওসমান হাদির মৃত্যু তেমনই এক ক্ষত। যা সময়ের পালা বদলে শুকিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তা শুকায় না; বরং প্রতিটি ভোরে নতুন করে রক্ত ঝরিয়ে ক্ষতকে তরতাজা করে দেয়।

শহিদ শরীফ ওসমান হাদি ১৯৯৩ সালের ৩০ জুন ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শহিদ হাদির বাবা একজন মাদরাসা শিক্ষক ছিলেন। ভাই-বোনদের মধ্যে হাদি সর্বকনিষ্ঠ। ইতিহাস কখনো যায়, কিন্তু ওসমান হাদি সেই তালিকার অন্তর্গত নন। তিনি কেবল একটি নাম ছিলেন নন। তিনি ছিলেন এক প্রশ্ন। রাষ্ট্রের কাছে, সমাজের কাছে এবং সময়ের কাছে।

মাত্র ৩২ বছর বয়সি ওসমান হাদি নিজের দৃঢ় মানসিকতা, দেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শবোধের কারণে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে তিনি ছিলেন একজন সম্মুখ সারির নেতৃত্বদানকারী শক্তি এবং ভারতীয় আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র।

শহিদ ওসমান হাদি 'ইনকিলাব মঞ্চ' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন; এ ছাড়াও ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে সংসদসদস্য নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। তিনি রাজনীতিকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে নয়, বরং দায়িত্বের ভার হিসেবে দেখতেন। তিনি ভোটের অপসংস্কৃতি ও কালো টাকার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শহিদ হাদির কাছে জনগণের সমর্থনই ছিল মূল শক্তি। তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে আদর্শিক মানদণ্ডে পরিণত করেছিলেন। যখন রাজনীতি অধিকাংশের কাছে সুবিধা নেওয়ার শিল্প হিসেবে পরিচিত, তখন শহিদ ওসমান হাদির কাছে রাজনীতি ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ভাষা। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণের পক্ষে কথা বলাই রাজনীতির সর্বোচ্চ নৈতিকতা।

তাঁর কণ্ঠ ছিল ক্ষুরধার, তবে বিদ্বেষপূর্ণ নয়। বক্তৃতায় ছিল আগুন, তবে পোড়াবার জন্য নয় আলো দেওয়ার জন্য। শহিদ ওসমান হাদি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী। তিনি হাতে সংস্কারের মশাল নিয়ে বেরিয়েছিলেন রাষ্ট্রনীতির সকল কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য।

তিনি চাইলে কোনো দলীয় পতাকার তলে নিরাপদ রাজনীতি করতে পারতেন,

কোনো প্রভাবশালী দলে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, কারণ এতে তাঁর প্রশ্ন করার সুযোগ সীমিত ও সংকুচিত হয়ে যেত। তিনি সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের মনের ভাষা ও দুঃখ-কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করেছেন।

হাদির সবচেয়ে বড়ো শক্তি ছিল তাঁর সৎসাহস। অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপসহীন। বিপ্লবকে গুলির মাধ্যমে স্তব্ধ করার অপসংস্কৃতি বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। গত ১২ ডিসেম্বর দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৮ ডিসেম্বর তিনি তিরোধানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আজ শহিদ ওসমান হাদি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু রেখে গেছেন এক আদর্শবোধ। কথায় আছে বিপ্লবী মরলেও বিপ্লব মরে না। বিপ্লবীর রক্তে জন্ম নেয় হাজার হাজার নতুন বিপ্লবী। ঠিক তেমনই ওসমান হাদি এ দেশের তরুণদের হৃদয়ে আপসহীন ও আধিপত্য বিরোধী চেতনার বীজ বপন করে গেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন দেশপ্রেম অন্তরে থাকলে যত বড়োই অপশক্তি থাকুক না কেন, তা টিকতে পারে না। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ বিপ্লবীর মূর্তপ্রতীক। ক্ষণজন্মা ওসমান হাদি আমাদের সামনে একটি আয়না তুলে ধরেছেন সত্য বলা কি অপরাধ?

শহিদ ওসমান হাদি কি কখনো নিজের স্বার্থের কথা বলতেন? না, কখনোই না। তিনি বলতেন বাংলাদেশ ও এ দেশের মানুষের কথা। তিনি ব্রাহ্মণ্যকুল তথা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করতেন। দেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য তিনি নানা যুক্তিনির্ভর বক্তব্য দিতেন। তাঁর এই কথাগুলোই একসময় কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ওসমান হাদি মনে করতেন রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় ভিন্নমত দমন করে নয়, বরং মতের ভিন্নতাকে ধারণ করে। কিন্তু কঠিন বাস্তবতা হলো আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনও এমন মতবাদ সহ্য করার মতো পরিণত হয়নি।

শহিদ ওসমান হাদিকে ত্রিশবারেরও অধিক ভারতীয় নাম্বার থেকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। দৃপ্ত পদে এগিয়ে গেছেন। অতি অল্প সময়েই হাদি এ দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছেন।

ওসমান হাদি নিজের ধ্যান ও জ্ঞান নিবেদিত করেছিলেন এ দেশের মানুষের জন্য। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। তাঁর বক্তৃতায় প্রতিবাদ হয়ে উঠত ভাস্বর। শহিদ হাদি জাতিকে এক সূত্রে বেঁধেছেন। জাতির ক্লান্তিলগ্নে সবাইকে এক পতাকার তলে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

শনিবার, ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে হাদির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সেদিন বাংলাদেশে অন্যতম বৃহৎ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানুষ অনুচ্চারিত শব্দে শহিদ হাদির জন্য প্রার্থনা করে মহান আল্লাহ যেন তাঁর এই মৃত্যুকে শহিদি মর্যাদা দান করেন। হাজারো মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে এই মহান বিপ্লবীকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পাশে সমাহিত করেন।

শহিদ ওসমান হাদি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত না থাকলেও তিনি আগামীর ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন এক কালজয়ী অধ্যায় হিসেবে। হাদির রক্তরঞ্জিত জামা যুগ যুগ ধরে বিপ্লবীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

হাদি আজ কোনো ব্যক্তি নন, তিনি এক আদর্শ, এক আপসহীন সত্তা, এক নৈতিক দ্রোহ। ওসমান হাদি আমাদের শিখিয়ে গেছেন কীভাবে দেশ ও দেশের জনগণের জন্য নিজের প্রাণ নির্বিঘ্নে উৎসর্গ করতে হয়।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

লেখক ও শিক্ষার্থী

ওসমান হাদির জীবনী

'মানুষ বাঁচে তার কর্মের গুনে, বয়সের ভারে নয়।' দীর্ঘায়ু নয় বরং মানুষের মহৎ কর্মের মাধ্যমেই তার পর্থিব জীবনের সার্থকতা স্থাপিত হয়। বলাই বাহুল্য মানুষ তার কর্ম গুনেই একে অপরের মনে স্থান করে নেয়। এ উক্তিগুলোর অন্যতম বাস্তব উদাহরণ হলো ইনকিলাব মঞ্চ-এর মুখপাত্র মাত্র ৩৩ বছর বয়সি তরুণ এই ওসমান হাদি।

যে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে জল এনেছে। অজস্র নবীন-প্রবীণ তরুণ প্রজন্মের জন্য আজীবন প্রেরণা হয়ে থাকবে। কে এই ওসমান হাদি? কী তার পরিচয়?

জন্ম: পুরো নাম শরিফ ওসমান বিন হাদি। তিনি ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুন ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করে।

শিক্ষাজীবন: অনেকেই হয়তো জানেন না যে, অদম্য সাহসী বীর বিদ্রোহী এই ওসমান হাদি একজন কুরআনের হাফেজ ছিলেন। তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় নলছিটি ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসায়, সেখান থেকে তিনি তৃতীয়

শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। চতুর্থ শ্রেণিতে তিনি ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন, সেখানে তিনি আলিম (এইচএসসি) সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনার্স মাস্টার্স করেন।

হাদির পরিবার বর্গ: ওসমান হাদির পিতা মাওলানা আব্দুল হাদি একজন মাদরাসার শিক্ষক এবং স্থানীয় এলাকার ইমাম। ৩ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

ওসমান হাদির বৈবাহিক অবস্থা: তিনি বিবাহিত ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম রাবেয়া শম্পা। যার পৈতৃক নিবাস বরিশালের রহমতপুর। ওসমান হাদির একমাত্র সন্তানের নাম ফিরনাস বিন ওসমান। মাত্র আট মাস বয়সেই পিতাকে চেনার আগেই পিতৃহারা হয়ে গেছে। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও সন্তানের দায়িত্ব সরকার নেবে বলে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা করেছেন।

শিক্ষকতা: শিক্ষকতার মধ্যে দিয়েই তার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমে সাইফুর'স কোচিং সেন্টারে এবং পরবর্তী সময়ে ইউনিভার্সিটি অব স্কলার নামক একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করেন। এ ছাড়াও তিনি একজন ভালো আবৃত্তিকার, গায়ক, লেখক ছিলেন।

হাদির বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যোগদান, ইনকিলাব মঞ্চ গঠন ও নির্বাচনের প্রস্তুতি:

২৪শের জুলাই আন্দোলনে হাদির যোগদান: ওসমান হাদি ছিলেন ২৪ শের জুলাই আন্দোলনের একজন সম্মুখসারিতে যোদ্ধা। ২৪শের জুলাই মাসের কোটা সংস্কারের আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় সংগঠক হিসেবে আবির্ভূত হন। এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে রাজপথের আন্দোলনে যোগদান করেন।

নেতৃত্ব: আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং সরকারি নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে তার বলিষ্ঠ বক্তব্য ও সাহসিকতা তাকে তরুণ প্রজন্মের কাছে পরিচিত মুখ হিসেবে অব্যাহতি করে।

ইনকিলাব মঞ্চ গঠন: ২৪শের ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের পর বিশেষ করে জুলাইয়ের বিপ্লবী চেতনাকে ধরে রাখতে এবং দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য এ ইনকিলাব মঞ্চ গঠন করা হয়।

ইনকিলাব মঞ্চ গঠনের লক্ষ্য: ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদি। এটি এমন একটি প্ল্যাটফরম যার মুল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় সংস্কার, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরোধিতা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের বিচার নিশ্চিত করা।

ওসমান হাদি নির্বাচনের আসন ও প্রস্তুতি: ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসন অর্থাৎ রমনা মতিঝিল এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবং ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি নিয়মিত নির্বাচনী প্রচার ও গণসংযোগ শুরু করেন।

ওসমান হাদির প্রাণনাশের হুমকি, প্রাণঘাতী হামলা ও মৃত্যু:
হাদির প্রাণনাশের হুমকি: ওসমান হাদি ১৪ই নভেম্বর নিজ অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে আপলোড দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাকে বিদেশি বিভিন্ন ফোন নম্বর থেকে বিভিন্নভাবে কল অথবা টেক্সট দ্বারা হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এবং তিনি পরবর্তী পোস্টে প্রায় ১৫টি নম্বরের স্ক্রিনশর্ট প্রকাশ করেন তার অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে।

প্রাণঘাতী হামলা: নির্বাচনের তাফসিল ঘোষণার পর দিনই তিনি হামলার শিকার হন। ১২ই ডিসেম্বর ২০২৫ জুমার নামাজের পর বেলা দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট রোডে ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন।

আঘাত ও মৃত্যু: ওসমান হাদি মাথায় গুলি লাগার পর তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ঢাকা মেডিকেল এবং পরবর্তী সময়ে তাকে সিঙ্গাপুরে উন্নত

চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়। এবং সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তিনি ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। সরকার তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে।

হাদি হত্যার বিচারে আন্দোলনের কর্মসূচি:
মার্চ ফর ইনসাফ: হাদির মৃত্যুর পর তার সংগঠিত ইনকিলাব মঞ্চ হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। রাজধানী জুড়ে মার্চ ফর ইনসাফ কর্মসূচি পালন করছে। আন্দোলনকারীরা ঢাকা শাহবাগ মোড়কে হাদি চত্বর বলে ঘোষণা করেছে।

মানুষের জীবন দীর্ঘস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। মহৎ কর্মের মাধ্যমে যারা নিজ জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেন তারাই প্রকৃত অর্থে দীর্ঘজীবী। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনচক্রটি অনেকটা বৃত্তের মতো; যেমন বৃত্তের কেন্দ্রীয় দাগটি যেখান থেকে শুরু হয় ঠিক সেখান গিয়েই মিশে যায়। ঠিক তেমন করেই, মাটি থেকেই মানব দেহের সৃষ্টি হয়, আবার মাটির বুকেই মানুষের শেষ ঠিকানা লেখা রয়।

তবে হাদিরা হারিয়ে যায় না। তারা থমকে থাকে না। তারা আবার ফিরে আসে। নতুনরূপে নতুন নামে। আল্লাহর জমিনে ইনসাফের ন্যায় দণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে ইনশাআল্লাহ হাদির মতোই হয়তো কেউ আবার আসবে, আগ্নেয়গিরির মতো তীব্র বেগে, বনরাজ সিংহের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চাওয়াজে গর্জন তুলে, পাহাড়ের মতো মজবুত শিরদাঁড়া শক্ত করে, সূর্যের মতো তীব্র আলোক রশ্মি নিয়ে, শত অন্যায় এবং দুর্নীতির শিকল ভেঙে দিতে।

এক অসমাপ্ত বিপ্লবের প্রতিধ্বনি–শহীদ ওসমান হাদি:
কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার মতো দ্রোহ নিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল এক তরুণ বিদ্রোহী নেতার–তাঁর নাম শরীফ ওসমান হাদি। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার অভিজ্ঞতা ও দাবির ভিত্তিতে গঠিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম 'ইনকিলাব মঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয় শরীফ ওসমান হাদির হাত ধরে। সংগঠনটির ঘোষিত লক্ষ্য ছিল–সব ধরনের

আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং একটি "ইনসাফভিত্তিক" রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও ন্যায়বিচার হবে প্রধান মূল্যবোধ।

কিন্তু তিনি তাঁর ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারলেন না। তার আগেই ঘাতকের গুলি তাঁর মস্তিষ্ক ভেদ করে যায়। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

১৯৯৩ সালে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শরীফ ওসমান হাদি। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মাদরাসা শিক্ষক, যার আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষা হাদির জীবন গঠনে গভীর প্রভাব রেখেছে। পিতামাতার ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠতম।

ওসমান হাদির শিক্ষাজীবনের শুরু হয় ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদরাসায়। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। মূলত এখান থেকেই তিনি সংস্কৃতির নানাবিধ দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন ও তা ধারণ করেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যুক্তিবাদী, স্পষ্টভাষী ও বিতার্কিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল

অনস্বীকার্য। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক ও আবৃত্তিতে একাধিক পুরস্কার অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের সময়ে তিনি তাঁর চেতনা ও ন্যায়নীতির কারণে জনমনে বিশেষ জায়গা করে নেন। সেই চেতনা থেকেই প্রতিষ্ঠা করেন 'ইনকিলাব মঞ্চ'। হাদির রাজনৈতিক চিন্তার মূলমন্ত্র ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তিনি বিশ্বাস করতেন–রাজনৈতিক পরিবর্তনের আগে প্রয়োজন মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। ভারতীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিপরীতে বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা জাগিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন শহিদ শরীফ ওসমান হাদি।

তাঁর বিদ্রোহী চেতনার প্রতিফলন পাওয়া যায় কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার এই পদ্বয়ে–

"আমি চির-বিদ্রোহী বীর,
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা–চির উন্নত শির!"

কিন্তু আজ সেই বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর স্থবির। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণেই তাঁকে কেড়ে নেওয়া হলো তাঁর আট মাসের শিশু, তাঁর সহধর্মিণী, তাঁর পরিবার এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষদের কাছ থেকে।

ওসমান হাদি ছিলেন একজন নির্ভীক বিপ্লবী। বাংলাদেশে এমন দৃপ্ত কণ্ঠ ও স্পষ্ট অবস্থানকারী বিপ্লবী সত্যিই বিরল। ২০২৫ সালের শেষ দিকে তিনি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করেছিলেন। সে অনুযায়ী চলছিল তাঁর নির্বাচনী প্রচারণাও। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন, ১২ ডিসেম্বর দুপুর আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটে, জুমা পড়ে মসজিদ থেকে ফেরার পথে রাজধানীর পল্টনের বিজয়নগরের কালভার্ট এলাকায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলেও এক সপ্তাহ জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ১৮ ডিসেম্বর রাতে শহিদ হন শরীফ ওসমান হাদি।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় বাংলাদেশের এক উদীয়মান বিপ্লবী কণ্ঠস্বর–যার কাছ থেকে সাধারণ জনগণ একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল। তবে ওসমান হাদি বেঁচে থাকবেন সেই অগণিত মানুষের মধ্যে, যারা ভীরু হয়েও সাহস খোঁজে; যারা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে চায়; যারা ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখে। তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন–কীভাবে শত বছর বাঁচা ছাড়াই মাত্র ৩২ বছরের জীবনে অমর হওয়া যায়। শহিদ ওসমান হাদি বাংলাদেশের মানুষের কাছে চির অমর।

শহিদ ওসমান হাদি ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে এক আদর্শ। তিনি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন–কীভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়, কীভাবে সত্যের পথে অবিচল থাকতে হয়। তিনি যে তারুণ্যের পক্ষে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এক অনন্য চিহ্ন হয়ে থাকবেন, তা তাঁর জানাজায় মানুষের বিপুল অংশগ্রহণই প্রমাণ করে। তিনি থাকবেন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষ কখনো তাঁকে ভুলবে না।

মোছা: জান্নাতুল ফেরদৌস
কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শহীদ ওসমান হাদিঃ

সাহস, আদর্শ ও শাহাদাতের অনন্ত আলোকবর্তিকা

বাংলাদেশের ইতিহাস শুধু তার মানচিত্রে নয়, লেখা আছে কিছু সাহসী মানুষের রক্তে, স্বপ্নে ও আত্মত্যাগে। সেই ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অথচ বেদনাবিধুর নাম–শহিদ ওসমান হাদি।

তিনি কোনো রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন না বড়ো কোনো সামরিক বাহিনীর প্রধান; তবুও তিনি ছিলেন একা একটি সত্য, যেটাকে থামানো যায়নি গুলি দিয়ে, মুছে ফেলা যায়নি হত্যা করে।

ওসমান হাদির জীবন শুরু হয়েছিল একেবারে সাধারণ এক বাংলাদেশি বাস্তবতায়। কিন্তু তার ভেতরে ছিল অসাধারণ এক স্পষ্টতা; তিনি জানতেন কোনটা অন্যায় আর কোনটার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, নিজের জীবন দিয়ে হলেও। আর এই স্পষ্টতাই তাকে ভিড়ের মানুষের মধ্য থেকে আলাদা করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশ মানে শুধু মাটি নয়, দেশ মানে মানুষের সম্মান, ন্যায়বিচার আর সত্য বলার অধিকার। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি কখনো আপস করেননি। সুবিধা আর নিরাপত্তার প্রলোভন তার পথ বদলাতে পারেনি।

সাহস অনেকেই দেখায়, কিন্তু ওসমান হাদির সাহস ছিল নীরব, দৃঢ় আর অটল।

তিনি জানতেন–সত্যের পথে হাঁটলে হুমকি আসবে, ভয় দেখানো হবে, একদিন হয়তো জীবনটাই দিতে হবে। কিন্তু তিনি থামেননি।

কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন মানুষ যদি ভয় পেয়ে চুপ করে যায়, তবে অন্যায়ের আয়ু আরও দীর্ঘ হয়ে যায়। তার এই সাহস ছিল চোখে চোখ রেখে সত্য বলার সাহস। নিজের জীবন নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবার সাহস।

ওসমান হাদির সংগ্রাম ছিল প্রচারের আলোয় নয়, ছিল বিবেকের গভীরে। তিনি লড়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে, ভয়ের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে।

তিনি কখনো সহিংসতা বেছে নেননি, কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দেননি। এই অবস্থানই তাকে শত্রু বানিয়েছিল তাদের কাছে, যারা অন্ধকারে বাঁচতে ভালোবাসে।

যারা সামনে থেকে সত্যের মোকাবেলা করতে পারে না, তারাই আঘাত করে পেছন থেকে। ওসমান হাদিকেও ঠিক তেমনই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সামনে দাঁড়িয়ে তাকে থামানোর সাহস কারও হয়নি। তাইতো মোটরসাইকেলে এসে, কাপুরুষের মতো, পেছন থেকে গুলি–এটাই ছিল অন্যায়ের শেষ ভাষা।

কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি, মানুষকে হত্যা করা যায়, আদর্শকে নয়। ওসমান হাদির শাহাদাত কোনো পরাজয় নয়। এটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী উচ্চারণ।

আজ হয়তো ওসমান হাদি নেই, কিন্তু তার আদর্শ আছে। তিনি আজও আছেন সেই তরুণের মনে, যে অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করতে চায়। আছেন সেই কলমে, যে ভয় না পেয়ে, সাহসের সাথে সত্য লেখে। আছেন সেই কণ্ঠে, যে জানে কথা বলার মূল্য কখনো কখনো জীবন।

শহিদ ওসমান হাদি আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন–দেশপ্রেম মানে শুধু স্লোগান নয়, দেশপ্রেম মানে সত্যের পাশে দাঁড়ানো।

সুমাইয়া জান্নাত প্রেমা
কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ

স্মৃতিগদ্য

শেষ বিকেলের সেই ছেলেটি

আবু সাঈদ

মানুষ যখন মারা যায়, তখন সে কেবল একটা শরীর ফেলে যায় না, কিছু প্রশ্নও রেখে যায়। ওসমান হাদি তেমনই কিছু প্রশ্ন রেখে গেছেন। আমার যদি কখনো তার সঙ্গে দেখা হতো, আমি হয়তো তাকে খুব বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতাম না। বড়োজোর বলতাম, হাদি ভাই, এক কাপ চা খাবেন? চিনি কম দিয়ে?

ওসমান হাদি ছিলেন সেই দলের মানুষ, যারা অন্যায়ের মুখে 'না' বলতে জানত। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের 'না' বলার সাহস খুব কম। আমরা সাধারণত কোনো ঝামেলা দেখলে রাস্তার উলটো পাশ দিয়ে হেঁটে যাই। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি ভিনদেশি আগ্রাসনের সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার কাছে দেশপ্রেম মানে কেবল পতাকা ওড়ানো ছিল না; তার কাছে দেশপ্রেম ছিল একটা জেদ। যে জেদে পরাজয় থাকলেও মাথা নত করার নিয়ম ছিল না।

ওসমান হাদি স্বপ্ন দেখতেন এক ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের। বড়ো ভারী শব্দ, তাই না? 'ইনসাফ'। অথচ কী একটা সহজ ব্যাপার! যে যা পাওয়ার কথা, সে যদি তা পায়, তবেই তা ইনসাফ। তিনি চাইতেন এ দেশের মানুষ যেন মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারে। তার রাজনৈতিক দর্শন কোনো জটিল তত্ত্ব ছিল না, তা ছিল অতি সাধারণ সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভয় মানুষকে ছোটো করে ফেলে, আর সত্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

কিন্তু সমস্যা হলো, এ দেশে সত্য কথা বলাটা একটা বড়ো ধরনের অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের চরিত্র হিমু যেমন হলুদ পাঞ্জাবি পরে ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে জোছনা দেখতেন, ওসমান হাদি হয়তো সেভাবে জোছনা দেখতেন না। তবে তিনি দেখতেন জাতির ওপর ঝুলে থাকা অন্ধকারের ছায়া। আর সেই ছায়া কাটাতে গিয়ে নিজেই ছায়া হয়ে গেলেন।

এখনও তার হত্যার বিচার হয়নি। খুনিরা কোথায়? তারা কি এখন খুব আয়েশ করে ইলিশ মাছের পেটি দিয়ে ভাত খাচ্ছে? নাকি কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে আগামীর ছক আঁকছে?

বিচারহীনতা একটা ঘুণপোকার মতো। এ দেশের নৈতিক অবকাঠামোকে সে কুরকুর করে খেয়ে ফেলছে। আমরা যখন কোনো শহিদের রক্ত ঝরতে দেখি এবং তার বিচার করতে পারি না, তখন আসলে আমরা পরাজিত হই। আমাদের রাষ্ট্রের আয়নার সামনে দাঁড়াতে ভয় লাগে। কারণ আয়নায় তাকালে আমরা একদল পরাজিত মানুষের মুখ দেখতে পাই।

আমার একসময় মনে হয়, ইতিহাস বড়ো নিষ্ঠুর। সে শুধু জয়ীদের কথা লেখে না, সে

তাদের কথাও মনে রাখে যারা হেরে গিয়েও সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ওসমান হাদির কলম থেমে যায়নি, তার বক্তব্যও থামেনি। তিনি আজ আমাদের বিবেকের দরজায় কড়া নাড়ছেন।

হয়তো কোনো এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়, যখন আকাশের কোণে মেঘ জমবে, তখন ওসমান হাদির কথা আমাদের মনে পড়বে। আমরা লজ্জিত হব। আমরা ভাবব–যে ছেলেটি আমাদের স্বাধীনতার জন্য, সম্মানের জন্য কথা বলতে গিয়ে প্রাণ দিল, আমরা কি তাকে ন্যূনতম ন্যায়বিচার দিতে পেরেছি?

ইতিহাসের পাতায় অনেক নাম হারিয়ে যায়। কিন্তু যারা সত্যের জন্য প্রাণ দেয়, তারা নক্ষত্রের মতো। রাতের আঁধারে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন এই নক্ষত্ররাই পথ দেখায়। শহিদ ওসমান হাদি, আপনি শান্তিতে থাকুন। আপনার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজ হয়তো কোনো একদিন সম্পন্ন হবে। অথবা হয়তো হবে না। তবে আপনার নামটা এই বাংলার ঘাসে, ধুলোয় আর মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বগুড়া

স্মৃতিগদ্য

অবিনাশী নক্ষত্র শহিদ উসমান হাদি

মৌলতা

এ পৃথিবীতে সৎ মানুষেরা খুব বেশিদিন বাঁচে না; আসলে তাদের বাঁচতে দেওয়া হয় না। একদল মনুষ্যত্বহীন মানুষ ন্যায়পরায়ণদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিলের জন্য মানুষ আজ কত জঘন্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে! এই লালসার বলী হতে হচ্ছে অসংখ্য অসহায় ও নির্দোষ মানুষকে। চারপাশে এত অন্যায়, অথচ প্রতিবাদ করার মতো মানুষ যেন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আমরা সবাই আজ দুনিয়ার মায়া ও মোহজালে বন্দি; সত্য বলার কিংবা বুক ফুলিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু ঘোর অমানিশার আকাশে যেমন নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে, তেমনই পাপাচার ও দুর্নীতির ভিড়েও কোনো না কোনো ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের আবির্ভাব ঘটেই। এমন মানুষের চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস আর ন্যায়ের আলোকছটা খেলা করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা আপসহীন; তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সিংহের গর্জনের মতো প্রতিধ্বনিত হয়। তারা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, বরং সমস্ত অসহায় মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে। সমাজে ইনসাফ, সুশাসন ও প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ঠিক তেমনই এক ন্যায়পরায়ণ, আপসহীন, কোমল হৃদয়ের হাসিখুশি এক নক্ষত্রের নাম শহিদ ওসমান হাদি। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই মানবতার এক ফেরিওয়ালা। তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের, যেখানে কেউ অবিচারের শিকার হবে না। কিন্তু হায়! এই স্বপ্ন দেখাটাই কি ছিল তাঁর অপরাধ? কেবল এই সুন্দর স্বপ্নের কারণেই কি তাঁকে পৃথিবী থেকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো?

ইতিহাসের পাতা থেকে কাউকে মুছে ফেলা যায় না, যদি সে সত্যের পথে হাঁটে। শহিদ উসমান হাদি চিরকাল বেঁচে থাকবেন সেইসব মানুষের হৃদয়ে, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। তিনি আমাদের বিবেকের আয়না, সাহসের অনুপ্রেরণা–এক অবিনাশী নক্ষত্র, যে নক্ষত্র অন্ধকার যত গভীরই হোক, আলো ছড়াতেই থাকবে।

তাঁর মুখে উচ্চারিত সেই কথা আজও কানে ধ্বনিত হয়–

“আমি তো ভীষণভাবে প্রত্যাশা করি। কোনো একটা বিপ্লবে, কোনো একটা মিছিলে আমি সামনে আছি। একটা বুলেট এসে বিদ্ধ হয়ে গেছে আমার মাথায়। আমি হাসতে হাসতে শহিদ হয়ে যাচ্ছি।”

আপনার সেই প্রত্যাশা মিলে গেছে। আপনি আজ শহিদ ওসমান হাদি। আপনি অবিনাশী নক্ষত্র। আমরা আপনাকে ভুলব না।

ঠিকানা: করটিয়া, টাঙ্গাইল

রাষ্ট্র যখন অভিনেতা

নাহিদুল ইসলাম

অনেক দিন হলো কলম আর হাতে ওঠে না, যত্নে রাখা শখের ডায়েরিখান অবহেলায় ধুলোয় জং ধরেছে মেজের কোণে। মেবি, অলটাইম ডায়েরি আমায় অভিশাপের সুরে ইয়াদ করছে! করারই কথা, অতি আদরের কেউ হুট করে অচেনার ভান করলে হৃদয়ক্ষরণ একটু বেশিই ঘটে, এটাই জগতের নিয়ম। কথায় আছে, 'চলে যাওয়ার চেয়ে রেখে যাওয়ার জ্বালাতন তীব্র।' রোজ করে কলম মেরামতের আদতটাও বিলীন হয়ে যাচ্ছে অনীহার তিক্ত বাতাসে। কলবটা আর আগের মতো সাড়া দেয় না লেখালেখি-আবৃত্তির ডাকে, এই মরজকে কী বলে আখ্যা দেবো খুঁজে কূলকিনারা পাচ্ছি না।

অলসতা? না-কি হৃদয় ব্যাধি? নির্ঘাত সেকেন্ডটাই হবে। সময়ের গতিতে দৌড়াচ্ছে সপ্তাহ, পক্ষ, মাস। এভাবে কি জীবন তরি চলে? এই সূক্ষ্ম রোগের নিরাময় যে অনিবার্য। 'দাওয়া'র দরকার প্রতিনিয়ত রুটিন করে। আচ্ছা এই রোগের পহেলা কারণ কী হতে পারে? এত্ত রুটিন মেন্টেইন করা লোক অকস্মাৎ কেনই-বা এমন রোগের প্রেশেন্ট হলাম? কোনদিন থেকে হলাম? কেন প্রিয় ডায়েরিটার প্রতি অনীহা জন্মালো? আসলেই কি আমি এমন? শান্ত মেজাজে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম নিজেকে।

(ক) ঝিরঝির অনুভূতির চাহনি আমার দুর্বল ব্রেইন নিউরনে। যেন সাগরে উতাল ঢেউ ক্যানালের বুকে, বাঁধ ছিঁড়ে যায় যায় অবস্থা। হৃদকোমলকে দীর্ঘ ফুচতাজ করে একটাই আনসার মিলল। কী হবে এই সাহিত্যচর্চা করে লেখক হয়ে! একজন লেখকের ধন, মন, তন, জীবন, এমনকি রিসার্চ, সবই কুরবান করে দেয় জাতির জন্য। উদ্দেশ্য? সমাজটা চেঞ্জ হোক, অন্ধকারাচ্ছন্ন উম্মাহ হক চিনুক, সত্য-

মিথ্যার তফাৎ বুঝুক। আসুক অন্ধকার ছেড়ে আলোর ছায়াতলে।

সেই সত্যই যদি প্রতিনিয়ত বিক্রি হয় অর্থের বিনিময়ে তাহলে এত কষ্ট-ক্লেশের কী জরুরত? কী কদর এই সাহিত্যচর্চার! প্রশ্নের জবাব আর ফিকির করতে গিয়েই আঁখিদয় জলে টইটুম্বুর, চশমার গ্লাসটা ফ্যাকাশে করে দিচ্ছে জগতের আলোকে। অশ্রুজলের স্রোত আর বাধ মানছেই না। শুনছে না নিজেকে দেওয়া নিজের সান্ত্বনার বুলিগুলো। ভাগ্যিস চার দেওয়ালের দালানকোটায় বন্দি ছিলাম, দরজার লকটা ছিল মজবুতে। না হলে ডজন কয়েক প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো নিজেকে। ফ্যামিলির একেক মেম্বারের ভিন্নধর্মী প্রশ্নের আঘাতে আরও জর্জরিত করত শোকাহত কলবকে।

(খ) আজ মন নিজের পরম আত্মাকে গালাগাল করছে অকথ্য ভাষায়, তুই কেন ফোন হাতে নিলি? কেনইবা ফেসবুক মোবাইল স্ক্রলিং করলি? তাহলে হয়তো নজর কাটত পোস্টখানা। স্ক্রলিং করলি তা মেনেই নিলাম, কেন বললি 'হাদি' আর নেই? আজ তাহলে এমন কিছুই হতো না। আরও কত কী! আসলেই কি তা-ই? আমার স্ক্রলিং-পোস্ট পড়াই কি গুনাহের মূল? আরে না, নিজেকে সামলানোর নয়া ফাঁদ। না হলে যে শোকের গহ্বরে ডুবে খতম হয়ে যাচ্ছি এক এক করে। কেন এমন হলো? কেন মস্তক গুলিবিদ্ধ হলো দেশপ্রেমিক এক তরুণ টিচারের? কী গুনাহ ছিল ইমানদীপ্ত শহিদি পিপাসু ছদ্মনামে গর্জে ওঠা এই কবির? ওহ, মনে হয় রাজনীতি অঙ্গনে ভোটপ্রার্থী হওয়াটাই তার জিন্দেগির চরম গলত। তাই মাশুল হিসেবে দিতে হলো প্রাণ। না! তাহলে ভোটপ্রার্থী তো মেলা আছে, তারা কেন মরল না? না-কি সমীকরণের চাকা অন্যদিকে! ইনিয়ে-বিনিয়ে না বলে সহজিয়া ভাষায় বললে অন্য দেশে! ওসমান হাদি (রহ.) ছিলেন মনে-প্রাণে, রক্তেমাংসে, বক্তব্যে আমাদের পিছুটান বন্ধুসুলভ ভারতবিরোধী তরুণ নায়ক।

কারণ নয়-ছয় করে এই উম্মাহকে আর ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়, এই ভারত আমাদের কোনো কালে বন্ধু ছিল না। ছিল আপনের ভূমিকা পালন করে ঘর লুট করা ভিনদেশি। যুগে যুগে আমাদের সমৃদ্ধির মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাওয়া ছায়াহীন প্রাচীর। যাদের মূল মিশন ছিল আমাদের চাল-ডাল দিয়ে তাদের দুঃখের নদী সুখের সাগরে পরিণত করা। আমাদের মাথায় নুন রেখে বরই চিপকানো ছিল তাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

এ সময়ে আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর একটা কথা খুব মন পড়ে, তিনি বলেছিলেন 'যে প্রজন্ম বুঝতে শিখবে আসলে ভারত আমাদের কোনো কালেই বন্ধু ছিল না, তারাই সোনার প্রজন্ম।' ঠিক তা-ই, এ প্রজন্ম ধীরে ধীরে ভাসানীর পথ ধরেই বেড়ে উঠেছে, হতে চলেছে ঘোর ভারতবিরোধী।

যার প্রমাণের আলোকবর্তিকা শহিদ ওসমান হাদি (রহ.)।

এই বাঙ্গু সুশীল, নোটের ধরে বিক্রি হওয়া এলিটরা নিতে পারেনি আমার ভাইয়ের জবানের সহিহ শব্দকে। নিতে পারেনি ভিনদেশি গুরুর প্রতি হুশিয়ারির লফজে গর্জে ওঠা প্রদীপকে। সহ্য হয়নি জাতির পুঙ্খানুপুঙ্খ হকের হিসাব চাওয়া এই শিক্ষিত পেন-নোটবুককে। কারণ, হকের গর্জন তিক্ত হলেও যে সত্য, আর সত্য কাটা হয়ে দাঁড়ায় মুনাফিক-বেঈমান, লুটেরাদের চুরি পথে। তাইতো বন্দুকের নিশানায় টার্গেটে পরিণত হলো আমার ভাইয়ের প্রজ্ঞায় ভরা আস্ত মস্তক। বিষে যন্ত্রণায় একরাশ আফসোস নিয়ে পাড়ি জমাতে হলো পর জগতে। আহ মাবুদ!

(গ) জানেন তো! আমার জ্ঞানহীন মাথা নিজেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে অলটাইম। ঘুমোতে দেয় না গভীর রজনীতেও। প্রশ্নের ধরনটা এমন। আমাদের প্রশাসন কী করল? বিচারব্যবস্থা কী করল? ঘটনার বহু ঘণ্টা পরে এত টহল বাহিনী মজুদ থাকার পরেও কাতেল কীভাবে সীমান্ত ক্রস করল? মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ বেতন-ভাতা পাওয়া জজ, ব্যারিস্টার, আইনজীবী, প্রুফ হাতে থাকা সত্ত্বেও কার চুলটা ছিঁড়ল? এই মাটিতে কে নিরাপদ? এই জাতি হাদির ফুটফুটে কচি সন্তানের পিতার স্নেহ কী দিয়ে ফুরাবে?

নব বিধবার সাজধারী রমণীর সান্ত্বনার ঝুলিতে কী বাণী দিয়ে আশ্বাস দেবে? সন্তান খোয়া মায়ের কী হবে? আজ একচল্লিশ দিন চলমান, নেই কনস্টেবল থেকে রাষ্ট্রপ্রধান কারও কোনো মাথাব্যথা। আছে শুধু থুতলি ভরা কপটতা আর ভার্চুয়াল জগতে তীব্র নিন্দার ঝড়। কুরসি টেকাতে মিথ্যা অভিনেতার কী নিদারুণ রোলপ্লে। ওই বাঙ্গু সেক্যুলারপাড়াই সুকুতের বন্যা বিরাজমান, নেই কোনো সাড়া শব্দ। অথচ চুন থেকে নুন ঘষলেই এদের মাতামাতির সীমা থাকে না। ইসলাম নিয়েই এদের যত্তসব মাথাব্যথা আর গবেষণা। নিজেদের আবার সুশীল এলিট বলেও দাবি করে, ঠাঁই দিতে চায় মহত্ত্বের মসনদে। শরয়ি নিষেধাজ্ঞার কারণে, না হলে একেকটাকে গুণী অভিনেতার নোবেলে ভূষিত করতে বড্ড মন চায়। কথায় আছে না! 'চোর বহিরাগত হলে সংসার টেকানো যায়, ঘরের রমণী চোর হলে সংসার টেকানো বড়ো দায়।' আমাদের হালত তেমনই। নিজেরাই কাতেল-মাকতুল, নিজেরাই উকিল-জজ। আচ্ছা, এই অন্যায়ের সাজা কি সম্ভব? দেবে এই সুশীল সেক্যুলার, এলিটরা? না কি আবরার ফাহাদের কেইচের মতো পড়ে থাকবে অবহেলিত কোন এক আইন টেবিলে। যুগের পর যুগ কাটলেও আসবে না তার সহিহ সমাধান। সত্যিই এ মাটি এক মৃত্যুপুরী, এ দেশে আমরা কেউই নিরাপদ নয়।

ইয়া আরশের অধিপতি আমাদের হিদায়াত ভূষিত করুন। আমিন।

ইক্বরা আইডিয়াল, চট্টগ্রাম।

দেয়ালে-দেয়ালে রক্তের হরফে অনূদিত হচ্ছে

অনাগত সময়ের ইশতেহার

মাসউদ সরওয়ার

আমাদের পাড়ায় সেদিন রাতে ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল। ভাই-বন্ধুদের অনুরোধে বাধ্য হয়ে এশার পর গেলাম খেলা দেখতে। গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড! মহাসমারোহে আয়োজন হয়েছে খেলার। অসংখ্য রঙিন লাইটের আলোতে দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেছে এলাকাটা। ফাইনাল ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। দু'পক্ষের হাড্ডাহাড্ডি খেলা রুদ্ধশ্বাসে দেখছে দর্শকরা। কোলাহলে কান পাতা দায় অবস্থা! এর মধ্যেও আমার কান একটা বাক্য সক্ষমভাবে ক্যাচ করে ফেলে। আচানক আমার বুকের মধ্যে কী জানি একটা ধক্ করে উঠল! আওয়াজটা পেছন থেকে কর্ণগোচর হয়েছে। ফিরেই পেছন বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম–'কী বললেন ভাই? আবার বলুন অনুগ্রহ করে।'

ভদ্রলোক পুনরায় বলল–'সম্প্রতি গুলিবিদ্ধ হওয়া শরীফ ওসমান হাদি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন'।

তখনও আমি অবিশ্বাস করছিলাম। পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছিল! বললাম–'গুজবও তো হতে পারে, তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে দেখুন।' ভদ্রলোক মোবাইল ঘেঁটে ওসমান হাদির নিজস্ব ভেরিফাইড আইডি থেকে করা পোস্টটি আমার সম্মুখে ধরেন। আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। কান ফাটানো কোলাহলের মধ্যেও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি অনেকক্ষণ। সম্ভবত গোল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই মুহূর্তে খেলাধুলার ঠুনকো আড়ম্বড়তা আমাকে আর স্পর্শ করছিল না।

চোখের সামনের সবকিছুই কেমন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়বাতির লাল নীল রং চোখের পাতার সামনে এসে কেমন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মুখে উষ্ণ ও তরলীয় কিছুর স্পর্শে চমকে যাই! হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি আমার চোখ পূর্ণ হয়ে উঠছে অশ্রুতে।

পরক্ষণেই স্থান ত্যাগ করি ভেজা চোখে। রাতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার পথে এটা ভেবে আমি কূলকিনারা করতে পারছিলাম না যে লোকটার সাথে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। তার বিয়োগব্যথায় আমার দু-চোখ ভেঙে কেন বাঁধভাঙা জলের মতো অশ্রু ঝরছে! যখনই একটু আত্মমগ্ন হই, একাকী হই কেন ভাই হারানোর মতো অপরিচিত একটা বেদনায় বুকটা ভারী হয়ে আসছে! পরে বুঝতে পারি–একই অনুভূতি হচ্ছে লাখো বাঙালির হৃদয়ে। এ দেশ

একজন বিপ্লবীকে হারিয়েছে। হারিয়েছে একটা মহামূল্যবান রত্নকে!

ওসমান হাদি শহিদ হয়েছেন। দেশজুড়ে নেমে এসেছে শোকের অন্ধকার। যে মানুষটা নিরীহ, নির্বিবাদী, এমনকি রাজনীতির 'র' ও বুঝেন না– তাকেও দেখছি ফোনে ওসমান হাদির আলোচনা শুনে অশ্রুসিক্ত হচ্ছেন। আমার যে বন্ধুটা সবচেয়ে বেশি রসিক, যেকোনো পরিস্থিতিতে যে তার রসিকতা দিয়ে সবাইকে হাসাতে পারে তাকেও দেখেছি, মোবাইলে হাদি ভাইয়ের ভিডিও চলছে, দুটি উজ্জ্বল ধারা তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীরবে। সাত বছরের বন্ধুত্বের দীর্ঘ সময়ে কখনো তাকে অশ্রুসিক্ত হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না!

এমন অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী আমি হয়েছি। মানুষটা নিজের সরলতা, সততা ও আপসহীন মনোভাবের কারণে জায়গা করে নিতে পেরেছেন সকলের হৃদয়ে। ফলে, এতদিন পরেও শত শত ঘটনার স্রোতে তিনি হারিয়ে যাননি মানুষের হৃদয় থেকে। আজও সকলের মনে তার জন্য মায়া-মমতা ও তীব্র শূন্যতা অনুভব হচ্ছে।

একদিন নামাজ শেষে বাসায় ফিরে দেখি আম্মু মোবাইলে ওসমান হাদির সর্বশেষ দেওয়া সাক্ষাৎকারটি শুনছেন মগ্ন হয়ে। অন্য সময়ের মতো আম্মু বলে ডাকতেই সাড়া পেলাম না। প্রথমে ওড়নার আঁচল দিয়ে চশমাপরা চোখ দুটো মুছে নিলেন সযত্নে। তারপর ভেজা কণ্ঠে বললেন 'দুর্ভাগ্য আমাদের! এমন সোনার ছেলেকে চিরতরে এ দেশ হারিয়ে ফেলল।'

এত কিছুর মধ্যেও আশার কথা হচ্ছে–ওসমান হাদি যে যাত্রায় নেমেছিল নিজের জানকে বিপন্নতার মুখে ঠেলে দিয়ে, তা থেমে নেই। হাদিকে অনেকেই ধারণ করছে, চর্চা করছে। অসংখ্য গজল ও গান লেখা হচ্ছে তাকে নিয়ে। দেয়ালে দেয়ালে ম্যুরাল আঁকা হচ্ছে, ক্যালিওগ্রাফি করছে মাদরাসার ছাত্র ভাইয়েরা। প্রতিটি ঘরে ঘরে ওসমান হাদি তৈরি হচ্ছে। তার বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনাগুলো শুনছে মানুষ।

হাদিকে যারা গুলি করিয়েছে, আমার বিশ্বাস, বিরাট ব্যর্থ হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য! গুলির নিশানা অব্যর্থ ছিল ঠিক তবে তাদের ভুল ছিল এক হাদিকে মেরে ফেলা! সে এক হাদির রক্ত থেকে লক্ষ হাদির জন্ম হচ্ছে আজ! তার একার সেই আজাদির স্লোগান আজ শতসহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

হাটহাজারী চট্টগ্রাম

● স্মৃতিগদ্য

আমার স্মৃতিতে শহিদ শরিফ ওসমান হাদি

আতাউল্লাহ মাহমুদ

আমি যখন শাহবাগে গিয়ে নামলাম, তখন অনেকটাই খালি হয়ে গেছে সারাদিনের অগ্নিগর্ভ শাহবাগ চত্বর। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনের আজ দ্বিতীয় রাত। চত্বরে বসে আছেন অল্প কিছু মানুষ। সামনের স্ক্রিনে চলছে লাল-জুলাইয়ের ডকুমেন্টারি। ডকুমেন্টারি শেষ হলে প্লে করা হলো একটা গান–লাল-জুলাইয়ের গান।

মুহূর্তেই যেন ফিরে গেলাম সেই জুলাইতে। বিপ্লবের আগুন জ্বালে উঠল পুরো সমাবেশজুড়ে। কী আগুন লিরিক্স! তারপরে আরও কতবার এই গান শুনে উদ্দীপ্ত হয়েছি। সেই গানের লেখক শরিফ ওসমান হাদি।

সেই থেকে পরিচয়। দিনেদিনে তাকে আরও দেখেছি, চেনার চেষ্টা করেছি। একটা সময় আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করলাম, তার চিন্তাভাবনাগুলো আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করছে, কাছে টানছে। আর কেনই-বা করবে না? এই দেশে তার মতো স্পষ্টবাদী আর যোগ্য কয়জন আছে এই দেশে? শরিফ ওসমান হাদি হয়ে গেলেন হাদি ভাই।

শুরুর দিকে ভাই কথা বলতেন কেবল। বলতেন আমাদের প্রাণের কথাগুলো। যে কথা বলতে সাহস করত না অন্যরা,

সেইসব কথা হাদি ভাই উচ্চকণ্ঠে বলতেন। সংবাদ সম্মেলন থেকে টকশো, মঞ্চ থেকে সেমিনার–সবখানেই বলতেন আজাদির কথা, নতুন বাংলাদেশের কথা।

কিছুদিন পর ভাই ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার করেন। শুরু করেন নতুন লড়াই। আমাদের বলেন বইপড়ার কথা। বই কালেকশন করেন মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে। মাঝে মাঝে যাই কালচারাল সেন্টারে। বই দেখি, পড়ি। দেখি, কী দারুণ করে হাদি ভাই সাজাচ্ছেন তার স্বপ্নের বাগান! কালচারাল লড়াইকে এগিয়ে নেওয়ার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা!

নতুন করে শুরু করেন এককালাপ নামের একটা অনুষ্ঠান। জ্ঞানী-গুণীরা এসে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন। হাজিরা ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে যাই। আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই বোধহয় হাদি ভাই বসে থাকেন সামনের কাতারে। আমরা শুনি, বুঝতে চেষ্টা করি লড়াইয়ের সাতসতেরো।

ওসমান হাদি ভাই নির্বাচন করবেন–আসন ঢাকা-৮। তেমন গুরুত্ব দিলাম না। এ তো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রচারণা শুরু করতেই সবার ফোকাস চলে গেল তার দিকে। তিনি প্রচারণা শুরুই করলেন গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মিলাদ পড়ে, বাতাসা বিলিয়ে। ফজর পড়ে শুরু করেন ভোটারযোগ। চারদিকে যখন বয়ে যায় স্নিগ্ধ সুবাতাস, হাদি ভাইয়ের নির্বাচনী প্রচারণা সেই পরিবেশকে আরও স্নিগ্ধ করে তোলে।

ভাই মানুষের কাছে যান। পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান সবখানে। মানুষের অন্যরকম ভালোবাসা পান। একদিন ঘোষণা দিলেন, "আমি নির্বাচনে নিজের একটা টাকাও খরচ করব না। আমি নির্বাচিত হলে তো আপনাদের লাভ, তাই আপনারাই আমাকে টাকা দেবেন।" এবং কী আশ্চর্য–মানুষ দুহাত ভরে টাকা দিল। একজন চা-ওয়ালা যখন হাদি ভাইয়ের হাতে তুলে দিল এক হাজার টাকা, তখন বিস্মিত না হয়ে তো উপায় নেই। আরেকজন পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন টাকার বান্ডিল।

এইসব দৃশ্য এই দেশে–যেখানে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিতেই প্রার্থী জোগাড় করে কোটি টাকা–সেখানে খুবই দুর্লভ আর খানিকটা যেন বেমানান। এই মানুষটা, যার স্লোগান হলো 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', সত্যিই যেন পরিবর্তন নিয়ে এলেন। নির্বাচনী সংস্কৃতি আর আবহ–সবখানেই পরিবর্তনের ছোঁয়া দিলেন।

ওসমান হাদি জনমানুষের হয়ে উঠলেন একান্তই নিজের প্রচেষ্টায়। কে ভেবেছিল অচেনা এই তরুণ মানুষটি এ রকম ভালোবাসা পাবে? এত সব ব্যস্ততার মধ্যেও ওসমান হাদি তার মূল লড়াই চালিয়ে যান–সাংস্কৃতিক লড়াই। কালচারাল ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ তোলেন। সবাইকে লড়াই করার মতো যোগ্য হতে আহ্বান জানান।

সাধারণত সব প্রার্থী বাইক বা গাড়ি নিয়ে শোডাউন করে। হাদি ভাই করলেন ভ্যান নিয়ে। শোডাউন শেষে ছিল কনসার্ট। সেখানে হাদি ভাই আবৃত্তি করলেন নজরুলের কবিতা। অমিত তেজ আর ঝংকার ছিল সেই কণ্ঠে। নজরুল তার কবিতা মনে হয় এভাবেই আবৃত্তি করতেন।

সেই আবৃত্তি নিয়ে শাহবাগ-পাড়া কত হাসিঠাট্টা করল। যে শিল্প-সাহিত্যকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবত ওরা, আর ব্যবহার করত নিজের স্বার্থে, হাদি ভাই বীরের মতো সেটা ফিরিয়ে আনলেন। নজরুল যে কেবল বাম-পাড়ার নয়, তা ওদের বুঝিয়ে দিলেন কড়ায়-গন্ডায়। কালচারকে কালচার দিয়ে মোকাবিলা করেছেন সব সময় এবং জয়ী হয়েছেন।

আনন্দমুখর এই সময়গুলো পেরিয়ে গেল, যখন হাদি ভাই গুলিবিদ্ধ হলেন। ফেসবুক খুলেই এই সংবাদ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। নিশ্বাস আটকে যাচ্ছে যেন। আমার ভাইয়ের মুখজুড়ে রক্ত। হাসপাতালে নেওয়ার পরে কত মানুষের ভিড় জমে গেল। কে যেন চিৎকার করে উঠল, "ওসমান, আমাদের ছেড়ে যাস না ওসমান!"

সারাদেশ একটা মানুষের জন্য দোয়া করছে। তিনি কোনো এমপি-মন্ত্রী ছিলেন না। ছিলেন কেবলই একজন যোদ্ধা। তবুও সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন শরিফ ওসমান হাদি–এক শুভ শুক্রবারে। তার জানাজায় এসেছিল পুরো দেশ। কেঁদেছে সবাই। কেউ হারিয়েছে ভাই, কেউ হারিয়েছে সেনাপতি। আর বাংলাদেশ হারিয়েছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান।

শরিফ ওসমান হাদি আর ফিরবেন না। তবে রয়ে যাবেন আমাদের সাহসের বাতিঘর হয়ে। তিনি আজাদির লড়াইতে আমাদের অনুপ্রেরণা। জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনই জানি, শহিদের খুনে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রিয় ভাই ওসমান হাদি রহ.

অশ্রুর কালি দিয়ে লিখছি এই চিঠি!

জানি তুমি বেশ ভালো আছ জান্নাতে। হুর, গিলমানদের সাথে। তোমার সাথে কখনো দেখা হয়নি, কথা হয়নি, হয়নি ভালোবাসার আলিঙ্গন। তবুও ক্যান এত কষ্ট হয়, ক্যান চোখে পানি আসে, ক্যান কান্না করি প্রতিনিয়ত? এর উত্তর জানা নেই আমার।

সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমার পর যখন রিকশাতে তোমার মাথায় গুলি লাগল, সেদিন শুধু তোমার মাথায় গুলি লাগেনি, দেশের ১৮ কোটি জনতার বুকে গুলি লেগেছিল। তারপর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কেটে গেল কিছুদিন। এরপর একদিন ওসমান হাদি আর নেই। রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে ওপারে। তখন হৃদয় ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। কিছু সময়ের জন্য মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলাম। তোমার মৃত্যুর সংবাদে গোটা দেশ শোকে মূহ্যমান। কিছু সময়ের জন্য প্রকৃতি নীরব হয়ে গিয়েছিল। নদীর জোয়ার-ভাটায় হয়তো নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল।

প্রিয় হাদি ভাই!

তুমি আমাদের মাঝে যে আদর্শ, যে বিপ্লবী চেতনা রেখে গিয়েছ। আজ তা বড়ো নির্মমভাবে লেনদেনের পণ্যে পরিণত হয়েছে। কোথাও তা চড়া মূল্যে বিক্রি হচ্ছে, কোথাও আবার স্বার্থের খাতিরে অবলীলায় সস্তায় নামিয়ে আনা হচ্ছে। যে চেতনাকে তুমি রক্তে-ঘামে ধারণ করেছিলে, তা আজ অনেকের কাছে কেবল প্রয়োজনমাফিক ব্যবহারযোগ্য এক নামমাত্র স্লোগান।

তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে একটি ইনসাফের সমাজ, সত্যের উপর অটল এক প্রজন্ম, সে

স্বপ্ন আজ আমাদের মাঝে খুব সামান্যই দৃশ্যমান। আর যা আছে, তাও অধিকাংশ সময় আমাদের নিজস্ব স্বার্থের গণ্ডিতেই আবদ্ধ। সবচেয়ে বেদনাদায়ক সত্য হলো, আজও আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারিনি তোমার খুনি কোথায়। আজও তোমার হত্যার কোনো বিচারকার্য সংঘটিত হয়নি, খুনির পরিচয় জানা সত্ত্বেও তাকে গ্রেফতার করা যায়নি, কারণ সে এখনও প্রশাসনের নাকের ডগায় থাকলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। অথচ একই সময়ে আমরা নির্বাচন, ক্ষমতা আর সাময়িক আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি। এই বৈপরীত্য কি তোমার রুহকে ব্যথিত করে না হাদি ভাই? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই করে।

তবুও তোমাকে আশ্বস্ত করতে চাই, সবকিছু নিভে যায়নি। এখনও কিছুসংখ্যক তরুণ আছে, যারা তোমার আদর্শিক চেতনাকে নিঃশেষ হতে দেবে না। তোমার রেখে যাওয়া সেই ইনকিলাবের সন্তানসম প্রজন্ম আবারও ধীরে ধীরে উজ্জীবিত হচ্ছে তোমারই দেখানো পথে, তোমারই আলোয়। তোমার কোনো ভিডিও যখন আমি অনলাইনে দেখি, তখন মনে হয় তুমি এখনও আমাদের মাঝেই উপস্থিত। তোমার কণ্ঠ এখনও যেন আমাদের বিবেককে জাগিয়ে তোলে, আমাদের ঘুমন্ত আত্মাকে নাড়া দেয়। স্বপ্নের জগতে একদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা বয়ে বেড়াই। তোমার মুখে উচ্চারিত নজরুলের সেই বিদ্রোহী কবিতার অগ্নিঝরা আবৃত্তি আবারও শুনতে চাই। শুনতে চাই তোমার বিপ্লবী কণ্ঠে রুহের জগৎ থেকে উচ্চারিত কোনো জ্বালাময়ী বক্তব্য, যা আমাদের এই ক্লান্ত প্রজন্মকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলবে।

হাদি ভাই, আমাদের সীমাবদ্ধতা, আমাদের স্বার্থপর জীবনযাপন, সবকিছুর জন্য আমাদের ক্ষমা করে দিয়ো। আমরা পারিনি তোমার স্বপ্নের ভার যথাযথভাবে বহন করতে। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন এবং আমাদের অন্তরে আল্লাহ সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসার শক্তি দান করুক।

মাদরাসার জীবন বড়ো আবদ্ধ জীবন

কারাগার তুল্য চার দেয়ালে বেষ্টিত কামরায় কেটে যায় আমাদের দিন-রাত। হাজার কষ্ট হলেও আবদ্ধ জীবন-ই যেন ছাত্রদের প্রিয়সঙ্গী। এভাবেই কেটে যায় কিংবা যাচ্ছে আমাদের বছরগুলো। তাই আমরা বাহিরের সকল কোলাহল ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে একেবারে মুক্ত। এবং মুক্ত দৈনিক ঘটে যাওয়া সকল খবরাখবর জানা থেকে।

আল্লামা মামুনুল হক দা. বা.-এর বয়ান শুনেছি বহুবার। কিন্তু কাছ থেকে দেখা হয়নি কখনো তাকে। একদিন চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকা মনকে ক্ষণিকের জন্য মেকি সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আসরের পর মাদরাসা থেকে বের হলাম। হঠাৎ নিকটবর্তী দূরে চোখ পড়ল বড়ো আকৃতির একটি ব্যানারে। নিশ্চয়ই কোন মাহফিলের ব্যানার হবে এটা! কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম কাছে–কোথায় মাহফিল তা দেখতে। মাদরাসার খুব নিকটেই মাহফিলটি। ব্যানারের একপাশে বড়ো করে লেখা–প্রধান মেহমান আল্লামা মামুনুল হক দা. বা.। নামটা দেখে কিছুটা অবাক হলাম এবং আনন্দিত হলাম। প্রফুল্লতায় মনটা

ভরে উঠল। ঠিক করলাম মামুনুল হক সাহেবের বয়ান শুনতে যাব।

২০২৫ সাল। ১২ই ডিসেম্বর, শুক্রবার। আজ মাহফিলের দিন। শুক্রবার ছিল বলে ক্লাসের ব্যস্ততা তেমন ছিল না। তাই আনন্দচিত্তে চলে গেলাম মাহফিলে। ঘড়ির কাঁটা যখন ঠিক রাত বারোটার ঘরে, তখন মামুনুল হক দা. বা. এলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠলেন। এবং বয়ান শুরু করলেন। হামদ ছানার পর বলতে লাগলে–আজ আমার মনটা ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, দুমড়ে মুচড়ে চুরমার হয়ে গেছে।

আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তার দিকে। এবং মনোযোগের সাথে শ্রবণ করছি তার জাদুময়ী তৃষ্ণাপূর্ণ কথাগুলো। তারপর তিনি বললেন, আজ এক সাহসী যুবককে দিবালোকে প্রকাশ্যে গুলি করে আহত করেছে এক সন্ত্রাসী দুর্বৃত্ত!

তার অপরাধ, তিনি ছিলেন দেশপ্রেমি। ছিলেন ইনসাফের পতাকাবাহী এক তরুণ। একজন বীর। ছিলেন ২৪শে গণঅভ্যুত্থানের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আর কেউ নন, তিনি হলেন–শরীফ ওসমান হাদি!

আমি শুধু অবাক দৃষ্টিতে শুনছিলাম তার বক্তব্য। কারণ আমি তখনো চিনি না কে ইনসাফের ঝান্ডা উত্তোলনকারী, আর কে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র–শরীফ ওসমান হাদি। তবে এতটুকু ভেবে তাকে ভালো লোকদের কাতারে আবিষ্কার করেছিলাম যে, তাকে গুলি করার দিনটি ছিল শুক্রবার।

আর শুক্রবারের ফজিলত সম্পর্কে আমি শুনেছি–শুক্রবারে ইন্তেকাল হওয়া না-কি পরপারে ভালো হওয়ার লক্ষণ। তাই তাকে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছিলাম।

আল্লাহর কি কুদরত–গুলি করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে সেবা শুশ্রূষা করার পরও তাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়ে ডাক্তারগণ সকল মানুষকে অবাক করে ঘোষণা করলেন–হাদি আর দুনিয়াতে নেই! আর সে-ই ঘোষণাটি-ও ছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত, অর্থাৎ শুক্রবারে।

সেদিন প্রচণ্ড এক ধকল বয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের উপর দিয়ে। বাংলাদেশের মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো কেঁদেছিল হাদির মতো ব্যক্তিকে হারিয়ে। কেঁদেছিল ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী ব্যক্তির শূন্যতায়। মানুষগুলো ভেসে চলছিল চোখের অশ্রুর বন্যায়।

তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন মানুষগুলো যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করেছিল আর অস্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল। মানুষ ভেবেছিল হয়তো বা ফিরে পাবে সাহাবায়ে কেরামের সে-ই সোনালি যুগ–যা মানুষের হৃদয়পটে প্রবাল মণিমুক্তা ও স্বর্ণ দিয়ে খচিত অলংকারের মতো দৃশ্যমান। এবং স্বপ্ন

দেখেছিল একটি সোনালি বাংলাদেশ গড়ার।

কিন্তু ভাবনা যে ভাবনার সাগরেই ভেসে গেল! স্বপ্ন যে স্বপ্নের ডানায় ভর করে উড়ে গেল সে-ই দূর বহুদূর! জাতির এই ভাবনা ও স্বপ্ন কোনোটাই হাদিকে ঘিরে পৃথিবীর মুখ দেখতে পেল না। হাদি ভাইয়ের ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সে-ই ঘোষণাটি সন্ত্রাসীদের অন্তরে তির বিদ্ধ করল। তাদের অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দিলো যেন, তারা মরিয়া হয়ে উঠল একটি আলোর মশালকে নিভিয়ে দিতে। একটি প্রজ্বলিত প্রদীপকে বন্ধ করে দিতে। তাদের সহ্য হলো না আর এক মুহূর্ত হাদি ভাই দুনিয়ার আলো-বাতাস গ্রহণ করুক। এবং তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকুক।

হাদি ভাইকে গুলি করেছে শুনেছি, শহিদ হয়েছে শুনছি এবং শুনেছি তাঁর জানাজার নামাযের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের কথা। মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতরে থেকে সবকিছু কেবল শুনেই গেছি–দেখার সৌভাগ্য হয়নি কিছুই। ভাবনাতেই রেখে দিয়েছিলাম প্রিয় হাদি ভাইকে।

একদিন মাদরাসা বন্ধ হলো, বাড়িতে আসলাম। এবং হাদি ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া ভিডিওগুলো এক এক করে দেখতে লাগলাম। তার ভিডিওগুলো যতই দেখি ততই যেন অবাক হই এবং রীতিমতো ব্যথিত-ও হই। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। মন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

মনে হয়, আমার আফসোসের সাগরে তীব্র গতিতে বারি বেড়ে চলেছে যেন। আর ভাবি এ যুগেও বুঝি এমন মানুষের দেখা মিলে পৃথিবীতে!

আমার কাছে মনে হয়; যদি তিনি বেঁচে থাকতেন এবং ক্ষমতায় যেতে পারতেন, অবশ্যই আমরা আঁচ করতে পারতাম সোনালি যুগের নিঃশব্দ কিছু মুহূর্ত। আমরা যেন স্বচক্ষে দেখতে পারতাম বাস্তবে কেমন ছিল নবি সা. ও তার সাহাবিদের জামানা।

তিনি ছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। শক্তিশালী হাতিয়ার। মাজলুমানের আর্তনাদ এবং ছিলেন আপসহীন জননেতা সাহাবিদের প্রতিচ্ছবি যেন।

প্রিয় হাদি ভাই ছিলেন একটি সংগ্রামী, একজন আদর্শ মানুষ। তিনি ছিলেন জালেমদের শত্রু এবং মাজলুমানদের পরম বন্ধু। এখনও বারবার আমার কানে তার স্পষ্ট ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। তার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল–আমাকে যদি মেরে ফেলা হয়, কোনো সমস্যা নেই। তবে আপনারা আমার হত্যাকারীর বিচারটা কইরেন। কিন্তু আমরা প্রতিবারের ন্যায় এবারও নির্লজ্জভাবে রীতিমতো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে চলছি।

জানি না শহিদ শরীফ ওসমান হাদি (রহ.) ভাইয়ের জায়গা কেউ দখল করবে কি না!

তার ইনসাফের ঝান্ডার প্রকৃত উত্তরসূরি কেউ হবে কি না!

প্রিয় ভাই ওসমান হাদি, তোমাকে কিছু বলার ভাষা আমার নেই। তোমাকে ঘিরে ভিডিওগুলো এখনও যখন দেখি, চোখের পাপড়িদ্বয় ভিজে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাহাবিদের চলাফেরার মায়াবী ও হৃদয়কাড়া দৃশ্য। সাহাবিদেরকে তো কখনো দেখিনি–শুধু কিতাবে পড়েছি তাদের জীবনচরিত। আর সে-ই জীবনচরিতগুলো তোমার সাথে প্রায় মিলে যায়।

তুমি তো এগিয়ে এসেছিলে আমাদেরকে জুলুমের কারাগার থেকে মুক্ত করতে। অত্যাচারের জাঁতাকল থেকে উদ্ধার করতে! কিন্তু তুমি যে আমাদের চিরদিনের জন্য এতিম করে চলে গেলে না ফেরার দেশে! তোমার শূন্যতা কে পূর্ণ করবে, হাদি ভাই? কেউ কি তোমার শূন্যতা পূর্ণ করে এসে আমাদের বলবে; হে মুসলিম উম্মাহ, হে দেশবাসী? হয়েছে! অনেক হয়েছে! আর কেঁদো না? আর চোখের পানি ঝরিয়ো না। এসেছি তোমাদের মুক্ত করতে–হাদি ভাইয়ের প্রকৃত উত্তরসূরি হিসেবে।

বলিষ্ঠ কণ্ঠ এমনভাবে আর কেউ কি বলবে–রাজ কোষাগার থেকে কত টাকা এসেছে, কত টাকার কাজ হয়েছে, কত টাকা ফেরত গেছে, এই সবগুলো আমি শাহবাগের চত্বরে সারা বছর টানিয়ে রাখব।

আচ্ছা তুমি তোমার সে-ই ভিডিওগুলো কেন করতে দিয়েছিলে? তা দেখে যে এখন স্থির থাকতে পারি না। চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না। ভালো থেকো প্রিয় হাদি ভাই। প্রভুর দরবারে। এতটুকু বলা ছাড়া আমার আর কোন ভাষা নাই।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন। আমিন।

তিন. দুই. ছাব্বিশ
হালুয়াঘাট. এয়মনসিংহ

এক হাদিকে মারলি তোরা

এম আর মাহফুজ

এক হাদিকে মারলি তোরা
আরেক হাদির অঙ্কুর।
দেশের প্রতি মায়া আছে
হবে না তো ভঙ্গুর।

এক হাদিকে মারলি তোরা
দশ হাদি যে লড়বে।
দেশের যত দুষ্কৃতিদের
বস্তা বন্দি করবে।

এক হাদিকে মারলি তোরা
শত হাদি বের হবে।
পাতি গুন্ডা, ডন মাফিয়া
ঠাই পাবে না এই ভবে।

এক হাদিকে মারলি তোরা
হাজার হাদি ফিরবে।
খুনি চোরের সেই তরীটা
জাহান্নামে ভিড়বে।

এক হাদিকে মারলি তোরা
লক্ষ হাদি আসবে।
হাদির শত্রু দেশের শত্রু
রক্তগঙ্গায় ভাসবে।

এক হাদিকে মারলি তোরা
কোটি হাদির সৃষ্টি ।
তোদের গায়ের রক্ত দিয়ে
নামবে একদিন বৃষ্টি।

বদরগঞ্জ , রংপুর

মুক্তির গান

বি এম মিজানুর রহমান

এসো মোরা শপথ করি
দেশের তরে করবো কাজ,
দেশ মাতৃকার ভালোবাসা
মনের মাঝে করুক রাজ।

আমরা দেশের বীর সেনানী
বিপ্লবী বীর হাদি ভাই,
দেশপ্রেমিক হাদির মতো
মোরা সবাই হতে চাই।

হাতে হাতে ধরে এসো
করি সবাই অঙ্গীকার,
জান দিবো ভাই মানবো নারে
মোরা কভু দেশের হার।

মায়ের সম্মান রক্ষা করবো
বক্ষে মোদের অটুট পণ,
আসুক যতো বাঁধার প্রাচীর
ভেঙেচুরে জিতবো রণ।

সকল প্রকার শৃঙ্খল ভাঙতে
গাইবো মোরা মুক্তির গান,
ঐক্য গড়ে বীর বাঙালি
তুলবো জয়ের নতুন তান।

বাঁধার শীকল ভাঙার মতো
আছে মোদের বুকে বল,
মুক্তির আলো ঝিলিক ছড়ায়
মুছে দিতে চোখের জল।

জাগোরে আজ বীর বাহাদুর
ঘুমানোর যে সময় নাই,
দাসত্বের ওই মুক্তি আনতে
একাত্তর যে আবার চাই।

বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তলো
ভাঙতে শত্রুর বিষের দাত,
আমরা সবাই জাগ্রত বীর
আসবে না আর কালো রাত।

জেগে ওঠো বীর বাঙালি
দেশের জন্য লড়তে আজ,
বিপ্লবী সব অঙ্গীকার
আনবো দেশের নতুন সাজ।

এসো নবীন সাহসী বীর
নেই তো মোদের বক্ষে ভয়,
লক্ষ প্রাণের দানে আবার
আনবো মোরা দেশের জয়।

নড়াইল, বাংলাদেশ।

হাদী

জিকরুল ইসলাম

বিপ্লবী এক তরুণ নেতা
সবার প্রিয় হাদী
অন্যায় আর অবিচারে
তুমি প্রতিবাদী।

তোমার কণ্ঠে কেঁপে ওঠে
জুলুমকারীর দেহ
দেশদ্রোহী দুর্নীতিবাজ
ছাড় পায় না কেহ।

দেশের মানুষ ডাকো তুমি
এসো আমার কাছে
স্ব-অধিকার আনবো ফিরে
যদি থাকি বেঁচে।

শত্রুর সাথে লড়তে গিয়ে
জীবন দিলে তুমি
তবু যেন ভালো থাকে
আমার স্বদেশভূমি

তরুণ যুবক জনগণের
আস্থার নাম হাদি
রাখতে তোমায় পারিনি আজ
তাইতো মোরা কাঁদি।

বীরের বেশে চলে গিয়েও
আছ মনের মাঝে
দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায়
হাদি নামটি বাজে ।

প্রিয় ওসমান হাদি

শিমুল হোসেন

আর কতটা রক্ত দিলে
শান্ত হবি খুনি?
কত হাজার জীবন দিলে
থামবি তোরা শুনি?

হাজার হাজার শহীদ করেও
মেটেনি কি তৃষ্ণা?
কর্ম যেমন শাস্তি তেমন
শিক্ষা কেন নিস না?

আবু সাঈদ মুগ্ধ শহীদ
শহীদ হাজার প্রাণ,
আবার তোরা নিলি কেড়ে
হাদি ভাইয়ের জান।

হাদি ভাইয়ের ভালোবাসায়
জেগে উঠি বারবার,
সে-ই হলো আজ গুলিবিদ্ধ
চতুর্দিকে আঁধার।

আল্লাহ তোমায় বেহেশতে নিক
প্রিয় ওসমান হাদি,
বুকটা ফেটে যাচ্ছে যে আজ
তোমার জন্য কাঁদি।

দোগাছিয়া, যশোর

ওসমান হাদি

এইচ এস সরোয়ারদী

তারাই নেতা যারা নাকি
দেশের ভালো চায়,
ন্যায্য কথা বলতে গিয়ে
মাথায় গুলি খায়।

বাংলা মায়েরে সোনার ছেলে
তাঁর কথাটা শোনো,
প্রতিবাদী এমন হাদির
মৃত্যু হয় না কোনো

যুগে যুগে ওসমান হাদি
দু-একজনই আসে,
যাদের নামটি লেখা থাকে
বিশ্ব ইতিহাসে।

শহীদ ওসমান হাদি

খলিলুর রহমান খলিল

শহীদ হলেন ওসমান হাদি
বিপ্লবী এক নেতা,
জুলাই চব্বিশ তার মহাবীর
ভাষণ ভঙ্গি চেতা।

দেশ কল্যাণে জীবনবাজি
ইনসাফ কায়েম করা,
চাঁদাবাজি করতে দমন
আপসহীন তার লড়া।

দেশের মানুষ শান্তিতে থাক
এই ছিল তাঁর চাওয়া,
ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাজনীতি তাঁর
ছেড়ে নাওয়া-খাওয়া।

সব অন্যায়ের প্রতিবাদী
আদর্শবান ছিল,
ঘাতক ফয়সাল গুলি করে
জীবন কেড়ে নিল।

শিক্ষক ও দেশ মহানায়ক
বিদ্রোহী এক কবি,
যুগের ফ্রেমে থাকবে বাঁধা
কালজয়ী ছবি।

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

রক্তে আগুন

ফেরদৌস জামান খোকন

রক্তে আগুন জ্বলছে আমার
ধ্বংস করব ফ্যাসিস্ট খামার
শপথ করছি আজই,
হাদি ভাইয়ের স্বপ্ন ছিলো
অকালে ক্যান কেড়ে নিলো
হাদি হতে রাজি।

ফ্যাসিস্ট কবর আজকে থেকে
করব খনন ফ্যাসিস্ট দেখে
ঝরছে চোখে বারি,
হাদী ভাইয়ের জীবন নিয়ে
দেশের শত্রু পালায় গিয়ে
পাশের দেশে বাড়ি।

আমরা শত হাদী হয়ে
উচ্চস্বরে কথা কয়ে
দেবো জানি ভাষণ,
দেখব ফ্যাসিস্ট আছে কারা
পরবে ধরা যাবে মারা
মুক্ত ফ্যাসিস্ট শাসন।

প্রভু তুমি সহায় হলে
ফ্যাসিস্ট রাখব পায়ের তলে
হাদির জন্য দোয়া,
আমার নিয়ত কবুল করো
ফ্যাসিস্ট মুক্ত বাংলা গড়ো
না যায় দোয়া খোয়া।

শেরপুর, বগুড়া

আমি অদম্য

ইসমাঈল মাহ্‌তাব

আমি অদম্য
আমি মানিনা কোন শোষকের মন্ত্র,
আমি আঘাত রুখতে ধরি অস্ত্র।

আমি অদম্য
আমি রক্ত দিয়ে লিখতে পারি ইতিহাস,
আমি প্রাণের ভয়ে হইনি কখনো বিনাশ।

আমি অদম্য
আমি জাতির ক্রান্তিলগ্নে লড়তে জানি,
আমি ন্যায়ের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনি।

আমি অদম্য
আমি ন্যায়ের পক্ষে অবিরাম লড়ে যাই,
আমি সাঙ্গ করি সমাজের যতো অন্যায়।

আমি অদম্য
আমি অধিকার আদায়ে চির দুর্বার,
আমি সব অনিয়ম ভেঙে করি চুরমার।

আমি অদম্য
আমি কলম চালাই শোষকের আক্রোশে,
আমি ফিরে আসি বাংলায় বিদ্রোহীর বেশে।

চিরকাল অম্লান

ফাতেমাতুয যাহরা স্মৃতি

হাদি হলেন একটি স্মরণীয় নাম বিরল ইতিহাস,
তার জন্য কাঁদছে মানুষ ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

হাদি হলেন আমাদের কাছে হীরা চুনি পান্না,
সমগ্র দেশ তার জন্য করছে দেখো কান্না।

যুগে যুগে হাদি বেঁচে রবেন সবার বুকে,
বিপ্লবি স্বপ্ন দেখাবেন সবার আলোহীন চোখে।

হাদি মানে সাহস আর অকুতোভয় প্রাণ
ইতিহাসের পাতায় রবেন তিনি চিরকাল অম্লান।

গোলাপগঞ্জ, সিলেট

কোটি হাদি জাগছে

মাহফুজ রুমান খান

বিপ্লবীরা মরে না উঠে নতুন ভোওে,
তেজি হয়ে বল পেয়ে যুগে যুগে লড়ে।
তীতু থেকে এই হাদি যাত্রা যে বহমান,
দেশি হয়ে লড়ে যাবে সাথে আছে রহমান।

ভীনদেশি তাবেদারি বাংলায় হবে না,
লক্ষ হাদি জেগেছে এই হাদির প্রেরণা।
চেয়ে দেখো আজ মিনারে বয়ে আওয়াজ,
বাংলার হাতে দিল্লির কুচকাওয়াজ।

তেতুলিয়া থেকে রুপসা স্লোগান হাদিও,
বিপ্লব হবে যে সুস্থ সংস্কৃতির।
ইনকিলাবের আদর্শ বৃথা যাবে না,
লক্ষ হাদি জেগেছে এই হাদির প্রেরণা।

রক্তিম সূর্য ভেসে নতুন হাদি উঠছে,
সাহসী যুবকের লাল চোখে সব পুড়ছে।

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

শিখা চিরন্তন

রাসেল হোসেন

প্রস্তরযুগে জিইয়ে রাখা আগুনের মতো
ওসমান হাদিকে জিইয়ে রাখুন,
জিইয়ে রাখুন হৃদয় গভীরে!

বিচার নিয়ে কালক্ষেপণ যারা করছেন
যাদের উদাসীনতায় আজ হাদি গোরে
তাদের ভুলবেন না কোনো ঘোরে, কভুও।

ইয়াদ রাখুন,
সময় মতো সঠিক জবাব দেওয়ার সুযোগ আসবে।
কাঠগড়ায় উঠবে প্রতিটি ক্ষমতালিপ্সুরা।
আমাদের যাদের কোনো দল নেই
কোন ছল নেই,
নেই কালো টাকা, নেই পোষা সন্ত্রাসী
তারা সবাই হাদীর, হাদিও তাদেরই।

আমাদের দুঃখের কোনো সীমা নেই,
আমাদের প্রতিরোধের আদি বা অন্ত নেই।
আমরা চিরকাল করি তাজা খুনের আবাদ
শিরায় ধমনিতে বহে ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

অতএব, জিইয়ে রাখুন হাদীকে।
ছড়িয়ে দিন সেই অগ্নিশিখা আপনার পরবর্তী প্রজন্মের বুকে।
হাদি হয়ে উঠুক-আমাদের শিখা চিরন্তন!

ইনসাফের কথা বলিবো সচল

মামুন সিকদার

মোরা ঊষার পথের তরুণের দল
ইনসাফের কথা বলিবো সচল,
এক হাদিকে গুলিবিদ্ধ করে
ক্ষান্ত করিতে পারিবে না বল।

মোরা শত শত হাদি আছি বাংলা জুড়ে
ক'টা গুলি আছে বল? হায়েনার দল,
মোরা ঊষার পথের তরুণের দল
ইনসাফের কথা বলিবো সচল।

মোরা থামবো না, মোরা থামবো না
ইনসাফের পথে করিবো সংগ্রাম,
বাংলাজুড়ে যারা করে ছল
অপশক্তি বিনাশ করিবো আমরা হাদি
যারা।

তবু থামবো না, তবু থামবো না
আসুক যত ঝড় ও তুফান,
মোরা ঊষার পথের তরুণের দল
ইনসাফের কথা বলিবো সচল।

তুমি মিলতে সংকোচবোধ করতেই
কালবৈশাখী মনের চূড়া ভেঙেছে,
জ্বরতপ্ত নিশ্বাস ধারণক্ষমতা কমে
আসছে ক্রমাগত
বেচে থাকাটা এখন বরই কষ্টের।

কী করে বলি তোমাকে, বেচে আছি
কীভাবে
প্রতারিত হৃদয় চিতায় জ্বলছে প্রতিক্ষণ,
কোথাও নেই জেনো এতটুকু শান্তি
চারদিকে কুয়াশার চাদরে ডেকে ধরছে
প্রাপ্তির আশা।

বুকের আশ্রমে আশঙ্কায় ঝড় তুলছে
আর বুজি পাবনা তোমার দেখা,
যেখানেই থাকো কামনাতৃপ্তিতে ভাসো
এই আমি শুধু চাই।

হাসতে চাই, বেঁচে থাকতেও চাই
তোমাকে নিয়ে,
কি করে বুঝাব তুমায় কতটা
ভালোবাসি।

বুক ফাটিয়ে দেখাতে পারব না
বুকের মধ্যে অনেক জ্বালা,
দেখে যদি তুমিও মনে কষ্ট পাও
সহিতে পারব না আমি।

সত্যের অগ্নিশিখা

মো: রুহুল আমিন (রকি)

শহীদ তুমি অগ্নিশিখা সত্যের পথে,
অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলে নিঃসন্দেহে।
দেশের জন্য প্রিয় দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ,
ভিনদেশি আগ্রাসন তুমি প্রতিরোধের প্রতীক।

ন্যায়ের স্বপ্নে ভরা তোমার চোখের দীপ্তি,
সত্যের পথে হাঁটা ছিল তোমার অনন্ত কল্পিতি।
বিচারহীনতার অন্ধকারে তুমি প্রদীপের আলো,
তোমার সাহসে জেগেছে জনতার আশা ও শোভা।

ভয়কে তুমি জাননি প্রেমের সাথে লড়িয়েছো,
রাষ্ট্রের ন্যায় ইনসাফ সব ছিল তোমার ভরসা।
তোমার হত্যার বিচার আজও অসম্পূর্ণ,
তবু তোমার স্মৃতিতে বেঁচে আছে আমাদের প্রেরণার মূল।

স্মরণ করি তোমায় মহান শহীদ,
তোমার চেতনায় জাগে নতুন মুক্তির অমিত সৌরভ।
তুমি ছিলে সত্যের কণ্ঠ ন্যায়ের পদচিহ্ন,
তোমার জন্য আজও আমাদের হৃদয় ব্যথিত ও জ্বলে।

শহীদ ওসমান তুমি ইতিহাসের অমল চিহ্ন
ভালোবাসা, দেশপ্রেম ও সাহসে পূর্ণ।

দেখেছি উসমান হাদিকে

মো. আমিনুর রহমান

একটি মুহূর্ত নিঃশব্দে লিখে গেল ইতিহাস
সময় সেদিন চিনে নেয় দেশকে,
রক্তের ভিতর জেগে ওঠে তীব্র সাহস
আমি ২৪ দেখেছি, দেখেছি উসমান হাদিকে।

শহরের বাতাস থমকে দাঁড়ায়
প্রজন্ম বুঝে নেয় পালসকে,
অজস্র মানুষ নেমে আসে রাস্তায়
আমি ২৪ দেখেছি, দেখেছি উসমান হাদিকে।

জয়ধ্বনি ইনসাফ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ
একটি নাম বাঁচে মানুষের হৃদয়ে,
দিকে দিকে উঠে রব, রুখে দিতে আধিপত্যবাদ
আমি ২৪ দেখেছি, দেখেছি উসমান হাদিকে।

ভয় চুপচাপ আড়ালে দাঁড়ায়, হৃদয়ের মোহনায়
জাগিয়ে তোলে নিরন্তর প্রতিবাদী চিহ্নকে,
এক নামে জড়ো হয়, সময়ের সম্ভাবনায়
আমি ২৪ দেখেছি, দেখেছি উসমান হাদিকে।

জেগে তোল সংগ্রাম,চাই চাই ইনসাফ
ভালোবাসি হাদিকে,
চলে যাচ্ছে দিনের পর দিন, কেন তবে বিচারহীন
আমি ২৪ দেখেছি, দেখেছি উসমান হাদিকে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কমরেড হাদি

যুবায়ের হাসান

বাংলাদেশ নিথর হয়ে শুয়ে আছে সবুজ রঙের কফিনে।
পথে পথে নবীন চত্বরে – পীড়ায়ীত বন্দরে অঝোর বৃষ্টি।
বিদ্যাশ্রম, শিক্ষালয় আর পবিত্র কারখানায় নেমে এসেছে শোকের প্লাবন।

হাদি নাই হাদি নাই –
এই করুণ চিৎকারে ভেঙে পড়ছে রাজপথ।
কেমন ইতিম ইতিম লাগে নগর।
কেমন উজাড় উজাড় লাগে সংসদ ভবন।
কেমন নিস্তার দাড়ায় থাকে শাহবাগ।
কেমন করুণ করুণ লাগে কলোনি।
কেমন নিরব হয়া গেল রাজধানীর ফুসফুস।

পল্টন, লালবাগ, শহীদ মিনার, শাপলা চত্বর ও বাইতুল মোকাররম।
আর নির্বাচনের নগর আট আসন।
কোথাও কোথাও নাই ইনকিলাব। কোথাও নাই উসমান।

আহারে আমরা পারিনি হাদির বাঁচাতে প্রাণ,
আহারে আমরা পারিনি গাজীর গাইতে গান।
আহারে আমরা পারিনি বাঁচাতে বিপ্লব,
আহারে আমরা পারিনি ধরে রাখতে বিজয়ের উৎসব!

দীপ্ত নক্ষত্র

সুমাইয়া আক্তার সিমু

সর্বজনের পাঁজরের বামে
ছেলেটি ছিল নিদারুণ সহজ,
সাধারণ জনতার সরল কণ্ঠটি
তার অসাধারণ নেতৃত্বে সতেজ।

বিদ্রোহী বিপ্লবে দুলেছিল তার
রোদ্রোজ্জ্বল বুলির হিল্লোল,
ইনসাফ রোপণে সচেষ্ট সে প্রাণ
জন্মেছিল, যুগযুগান্তরে বিরল।

আগ্রাসী রাজনীতির প্রতিকূলে
জাগ্রত এই নক্ষত্রটির নাম হাদি।
বিচারহীনতার দীর্ঘ ছায়ায় আছন্ন
স্বদেশ পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী।

আভিজাত্য ছিল তার কেবল
স্বদেশপ্রেম,
নির্ভীক সত্য তার অনন্য হাতিয়ার।
ঐক্য-নিরপেক্ষতা ফিরেছিল জনমনে
দুর্নীতি দমনে সে সোচ্চার হুঁশিয়ার।

৭নং বকশীবাজার, ঢাকা

বিপ্লবীরা অমর

রিয়াজ খান হৃদয়

ইতিহাস বলে বিপ্লবীরা বেশি দিন বাঁচে না,
রক্তে লেখা থাকে তাদের শেষ ঠিকানা।

ঘাতকের আঘাতে থামে দেহ, থামে না স্বপ্নের ডাক,
মৃত্যুও পারে না মুছতে প্রতিবাদের আঁক।

শহীদের কবর হয় বীজ বোনার মাঠ,
সেখানেই জন্ম নেয় নতুন লড়াইয়ের পাঠ।

যারা ভেবেছিল মৃত্যু মানেই নীরবতা,
তারা ভুলে গিয়েছিল মানুষের চেতনা।

বিপ্লবীরা মরে না এই সত্য অম্লান,
প্রজন্মের বুকে জ্বলে তারা আগুন সমান।

জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

শহীদ হাদি

আসাদ আহমেদ

বাংলার আকাশে উজ্জ্বল তারকা তুমি,
প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছ মাতৃভূমি।
তোমার কণ্ঠে সহস্র বছরের দ্রোহ,
দেশপ্রেম ছাড়া হৃদয়ে ছিল না মোহ।

বজ্রকণ্ঠে ডাক দিয়েছ অগ্রসরে,
দেশের তরে আগুন জ্বলে অন্তরে।
কে এমন দামি দেশমাতৃকার কাছে?
যার নামটি আজ ইতিহাসে আছে।

কার সে কণ্ঠস্বর সাহসী নির্ভীক,
যে গর্জে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঠিক।
সীমান্ত ছাড়িয়ে তুমি মিশেছ সর্বত্র,
দেশের প্রশ্নে তুমি চির সতর্ক।

যেথা অন্যায়, যেথা ওঠে প্রতিবাদ,
সেথা তুমি প্রেরণা, সাহসের নাদ।
কে বলে মৃত তুমি, হাদি বীরবর,
প্রতিটি ঘরে,ঘরে তুমি চির অমর।

পাথরঘাটা, বরগুনা, বরিশাল

কালান্তরের কণ্ঠস্বর

আফরোজা সুলতানা

স্তব্ধ প্রহরে যখন সত্য ম্লান হয়ে আসে ভীতির ছায়ায়,
তুমি তখন বজ্রনির্ঘোষে জাগো বিশ্বাসের মহিমায়।
তোমার ললাটে আঁকা নেই কোনো পরাজয়ের রেখা,
অন্যায়ের ভিড়ে তুমি একাকী এক তেজোদীপ্ত আলোকশিখা।

শব্দের বুননে তুমি গড়ো এক চেতনার সুউচ্চ মিনার,
ভেঙে দাও দ্বিধার রুদ্ধ অর্গল, মিথ্যার কারাগার।
তোমার চোখের শান্ত দৃষ্টিতে আছে গভীর সমুদ্রের টান,
যেখানে মিশে থাকে আত্মার সুধা আর মানবতার গান।

শহীদ হাদি– ব্যক্তি নও তুমি, আজ এক সময়ের মূর্তপ্রতীক!
দিশাহীন হৃদয়ে তুমি ধ্রুবতারা– দীপ্ত, দৃঢ়, নির্ভীক।
ইতিহাসের পাতায় তোমার নাম লেখা রবে অম্লান,
মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে তুমি এক চিরন্তন আহ্বান।

শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম কলেজ

হাদিঃ এক অসমাপ্ত মহাকাব্যের বীর

নাইম আহমাদ মুআয

জুলুম-শোষণে দগ্ধ সমাজের বীভৎস এই চেহারার
এসেছিলে তুমি আলো হয়ে দূর করতে সব আঁধার।
পরিবর্তনের স্বপ্ন ছিল তোমার দু'চোখ ঘিরে,
আগমন ঘটেছিল তোমার এক কিংবদন্তির রূপে।

চেয়েছিলে তুমি ইনসাফি আলোয় আলোকিত হোক,
প্রিয় সমাজটা তোমার আমার সাহারার।
আধিপত্যবাদ রুখতে তুমি নিয়েছিলে অবস্থান,
সহজ সুন্দর করতে তুমি জীবনটা সবার।

আজাদীর প্রশ্নে নির্ভীক ছিল তোমার দীপ্তকণ্ঠ,
এতেই আসলো তাদের জীবনে চরম যে উৎকণ্ঠ।
তাইতো তারা দিলো না বাঁচতে নিয়ে গেল তোমার প্রাণ।

হয়ে গেলে অসমাপ্ত মহাকাব্যের মহাবীর,
রয়ে গেলে আমাদের হৃদয়ের গভীর।
থেকে যাবে ইতিহাসের পাতায় আদর্শে আর সাহসে,
যুগ থেকে যুগান্তরে ইনসাফের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে।

কেন্দুয়া, নেত্রকোনা।

শরীফ ওসমান

সাবিনা খাতুন

চারিদিকে একটাই নাম, শরীফ ওসমান
দেশের জন্য করিল সে তার জীবন আত্মদান।
এত সাদাসিধে মানুষটার প্রতি ছিল শত্রুর আক্রোশ ?
মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও করোনি অন্যায়ের প্রতি আপস!

সহজ-সরল মানুষটা, ছিল অগোছালো চুল,
বলতে পারো কী ছিল তার ভুল?
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিল যার দৃঢ় কণ্ঠস্বর,
সাহসী তরুণ যে করত না ভয়-ডর।

তুমি শরীফ ওসমান হাদি,
তোমার জন্য আজ আমরা সবাই কাঁদি।
তুমি চলে গেলেও আমরা ভুলিব না তোমায়,
যুগ যুগ ধরে রয়ে যাবে তুমি ইতিহাসের পাতায়।

তোমার বিচার এনে দিব, দিতে পারছি না এমন ওয়াদা,
তবে ভেবোনা, তুমি শরীফ ওসমান পাবে শহীদী মর্যাদা।
শ্রদ্ধার সাথে তোমায় স্মরণ করিব বছরের পর বছর,
শহীদের মৃত্যু নাই, তুমি আমাদের কাছে অমর!

ওরা বড্ড ছন্নছাড়!

আনোয়ার আল ফারুক

ওরা বড্ড ছন্নছাড়,
ওরা বুঝে না নিজের স্বার্থ কিংবা অধিকার,
বুঝে না নিরাপদ থাকার যাবতীয় গোপন কলাকৌশল।
ওরা বুঝে না মোহমায়া আর পিছুটান,
বুঝে না স্ত্রী সন্তান আর ঘর সংসার।
ওরা বড্ড ছন্নছাড়!

ওরা বুঝে না সমাজ রাষ্ট্রে টিকে থাকার উদ্ভাবিত রাজকীয় নিত্যনতুন মারপ্যাঁচ,
বুঝে না শঠতার আশ্রয়ে অন্যকে ডিঙিয়ে সামনে যাবার কায়দাকানুনের যত ব্যবহার,
ওরা বড্ড ছন্নছাড়!

ওরা বুঝে না কাড়িকাড়ি সম্পদ গড়ার যাদুকরি তরিকা,
বুঝে না নিজের রঙিন সুখোময় আলিশান ভবিষ্যৎ,
বুঝে না তথাকথিত রাজনীতির হরিলুট কাজ কারবার,
ওরা বড্ড ছন্নছাড়!

তবে ওরা বুঝে দেশের প্রতি ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির সীমাহীন মর্যদা,
বুঝে দেশ জাতির স্বার্থ ষোলোআনা,
ওরা বুঝে দেশ রক্ষার পবিত্র আমানতের পূর্ণ সদব্যবহার,
কেবল ওরা বড্ড ছন্নছাড়!

ওরা বুঝে জালিমের অবারিত জুলুম রুখে দেবার উত্তরাধুনিক কলাকৌশল,
ওরা নির্বিচার জুলুমের মুখে টানটান বুকে দাঁড়িয়ে যায় রাজপথে আর নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে হলেও রক্ষা করে দেশের সার্বভৌম আর স্বাধীনতা।
ওদের বুকে সঞ্চিত দেশপ্রেমের লাভা উদগীরিত পাহাড়।

সম্পাদক, বর্ণমালা ম্যাগাজিন

হাদি হত্যার বিচার চাই

এস এ বিপ্লব, নারায়ণগঞ্জ

সন্ত্রাসী দের কর্মকাণ্ডে,
হাদির মরণ ঘণ্টা বাজে।
কেন এমন হলো আমাদের সমাজে,
ছোট্ট সেই শিশুকে এখন কে দেখবে।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা–
যখনই সকল বাধা পেরিয়ে আসে মাঠে,
ঘরের শত্রু তখনই ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতে।

প্রশ্ন করি যদি - গুলিবিদ্ধ কেন ওসমান হাদি ?
সন্ত্রাসী দের হাতে (১২/১২/২৫) আজি,
হাসপাতালে জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে আছে হাদি,
এ দেশের মানুষগুলো কেন এতো পাঁজি

এই কি ছিল ওসমানের নিয়তি
এ দেশেন মানুষ তাকে দিল কি?
সন্ত্রাসীরা কার কথায় নাচছে
দিনে দিনে তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে ?

আরো কত হাদিকে গিলে খাওয়ার পাঁয়তারা চলছে,
যদি না বিচারব্যবস্থা কঠোর হচ্ছে।

হাদির প্রতি তাদের কেন এতো ক্ষোভ,
বাংলা মা! তুমি কি করে থাকো এমন চুপ।
যেভাবে বাড়ছে খুন, হত্যাসহ নানা অপরাধ,
প্রতি রাস্তায় রাস্তায় সি সি ক্যামেরা থাক।
কেউ না পারলেও সিসি ক্যামেরাতে
যেন অপরাধীদের দেখা যাক।

বেদনার নীল কষ্ট

আলতাফ হোসাইন রানা

সফেদ সমুদ্রের সাহসী ঢেউয়ের মতো আর নীল চাদোয়ায়,
পড়বে না কবিতার কোলাহল,
সুনীল আকাশের তারাগুলোয় লুকোচুরি খেলবে না অতি চেনাজানা এক, তারা ঝলমল।
ফুলবিছানো প্রশস্ত বাগানে আজ, নির্বাক চেয়ে আছে শ্যামল মাঠের চারিদিক,
যেখানে তার শস্যের দানাগুলো চিরকাল ফসল ফলাবে- ঠিক।

কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় নীলাভ চাদরে ঢেকে,
আপাদমস্তক তার স্বপ্নেরা বিনিদ্র কাটায় রাত।
কি দুঃখের মেহগনি খাটে-শয্যাপাতা,
জানি না কিছুই শুধু জানি অন্তহীন রহস্যের নীল
পর্দার আড়ালে রয়েছে তার নিজস্ব পরিচয় সহজাত।

তার সীমানা এখন মৃত্যুর ওপারে বিশ্বস্ত ঠিকানায় মৃত্যু আর তাকে কখনো ছোঁবে না,
এখন মৃত্যু শুধু আমাদের নিরন্তর বেদনার নীল কষ্টকে দেবে হানা।

নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

জাগ্রত বিপ্লবী

অথই নূরুল আমিন

বিপ্লবী সবাই হয় না, সবাই হতেও পারে না,
যেমন সব হরিণের নাভীতে কস্তুরি থাকে না।
অনেক জায়গায় খোঁজেও হীরা পাওয়া যায় না,
তেমনি সব যুবক বিপ্লবী হবার স্বপ্নও দেখে না।

বিপ্লবীরা সবসময় সকল জনতার হয়ে থাকে,
স্বার্থপরেরা সবসময় বাঁকা চোখেই দেখে।
বিপ্লবীরা সবসময় ইতিহাস গড়ে তোলে,
সাবাস সাবাস পায়, তাজা ফুলে ফুলে।

বিপ্লবীরা সবসময় ভুক্তভোগীদের কদর পায়,
পরাজিতরাই সবসময় জ্বলে মরে হিংসায়।
অসতের কাছে বিপ্লবীরা সবসময় তুচ্ছ,
জনতার কাতারে পায়, তাজা ফুলের গুচ্ছ।

লাখো জনতার প্রিয় থাকে একজন বিপ্লবী,
জনতার হৃদয়ে আঁকা থাকে ইতিহাসের ছবি।
যুগে যুগে বিপ্লবীরা করেছে সব বিজয়,
অসতেরা সারাজীবন করেছে অভিনয়।

বিপ্লবীরা সর্বদা হীরার খনির চেয়েও দামি হয়,
ঠিক যেন হীরা, সহজে যার কভু নাহি হয় ক্ষয়।
শরীফ ওসমান হাদী, একজন জাগ্রত বিপ্লবী,
নতুন বাংলাদেশের বীর সেনা, নব এক ছবি।

জুলাই আন্দোলনের সকল বিপ্লবীরা লও সালাম,
তোমাদের ইতিহাস হোক সরবরে ও অম্লান।

তোমাদের নিয়ে হোক গান ছড়ায় কবিতায় স্মরণ,
সকল দিবসে মনের হরষে সবাই করুক বরণ।

প্রধান সমন্বয়ক, জাতীয় মানবসম্পদ উইং

সিঁথি

মো. ইব্রাহিম হোসেন

জুলাই মাসের অভ্যুত্থানে রক্ত হোলির ময়দানে,
স্বৈরশাসক বাতিল দাবি আন্দোলনের জয়গানে।
আবু সাইদ প্রথম শহিদ রংপুরের ঐ প্রান্তরে,
দেশের জন্য জীবন দিলো ব্যথার ডালি অন্তরে।

মুগ্ধ গেলো পানির বোতল হস্তে নিয়া রাস্তাতে,
জানতো না তাঁর উড়বে খুলি অটল ছিলো আস্থাতে।
যুবা কিশোর তালবিলিমের বিদ্ধ গুলি মস্তকে!
মৃত্যু নামের বার্তাবাহক আদালতের দস্তকে।

রুধির ক্ষরণ সিঁদুর বরণ লালচে সুরুজ অস্ততে,
লাল-সবুজের কেতন উড়ায় রক্তমাখা হস্ততে।
বিপ্লবী বীর ছাত্রসমাজ ক্ষেপণাস্ত্র রাজপথে,
বৈষম্য দূর করতে লড়াই প্রত্যয়ে পণ সৎপথে।

ভাই হারালো, বোন হারালো, লোহিত লাল অর্ণবে;
অধ্যেতাদের প্রাণের দানে উঠলো ভানু স্বর্ণবে।
রক্তে রাঙা প্রভাত এলো উৎপীড়নের ইতিতে,
স্বৈরদমন দ্বিতীয় স্বাধীন বাংলাদেশের সিঁথিতে।

যে কণ্ঠ থামেনি

মুশফিকুর রহমান ইমন

যে কণ্ঠ থামেনি, সে জেগেছিল হাদির বুকে
ভয়কে সে বলেছিল না, সত্য রেখেছিল মুখে।
ভিনদেশি দম্ভের সামনে সে তুলেছিল প্রশ্ন
স্বাধীনতার মানচিত্রে আঁকতে ন্যায়ের রেখা।

শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ধরেছিল হাত
ক্ষুধার শহরে ভাগ করেছিল আশার ভাত।
মিথ্যার মঞ্চে সে ভাঙত নীরবতার পর্দা
ইনসাফের রাষ্ট্র ছিল তার দীনের সাধনা।

রাজপথে সে শিখিয়েছিল মাথা তুলে হাঁটতে
আপসের দামে সে মানেনি কোনো প্রাপ্তিতে।
গুমের অন্ধকারে জ্বালত সে কণ্ঠের আলো
বিচারহীন সময়কে সে করতো অভিযুক্ত।

রক্তে সে লিখে গেছে দায়ের হিসাব
মৃত্যু ও পারেনি চুপ করাতে তার ডাক।
আজও জনতার শিরায় বাজে তার নাম
যে কণ্ঠ থামেনি, সে হাদি আজও চলমান।

রাজশাহী, নওগাঁ

বীজতলার বিদ্রোহী

মামুন চাকলাদার

এই মাটির পাঠশালায়– মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছিল আধিপত্যের বীজতলায় একটি একরোখা অঙ্কুর,
সে এক আগুনমাখা হাদি!
অথচ আচানক পাথুরে বৃষ্টি আর দূষিত মস্তিষ্কের বাতাসে মুহূর্তেই নেভে যায় বিশ্বাসের এক অগ্নিপাহাড়;
শোষকের ইশতেহারে তখন মিথ্যার উৎসব, আর মেহনতির উঠোনে তখন কালবোশেখীর হাহাকার।

বিদ্রোহী ফুলের কাঁটায় ছিল আগুনরেখা;
ওসমান হাদি– তুমি তো সেই কৃষাণ-কবিতার নাম,
যার রক্তে লেখা হয়েছিল মাটির প্রথম অধিকারের ইশতেহার।
বাবার বীজতলায় যখন আধিপত্যের বিষ ছড়ায়,
তুমি তখন হতে চাও এক সবুজ শস্যের অবাধ্য ন্যায়ের পাহাড়।
এই পোড়া গলির উত্তাপ ছড়ানো পথিকের চোখের উদগীরণ– থেমে গেল আজ কোন বাহানায়?

শহরের নিয়ন আলোয় আজ বিচার অন্ধ পতাকাতলে,
দেশের হাড্ডিসার বিবেকের কাছে প্রতিদিন হাদিপ্রশ্নের জানাজা হয়;
আর তারা উত্তরকে গলা টিপে ছেড়ে দেয়– এক হিমশীতল ও প্রেমহীন প্রহরে।

এখনও বাতাসে ভাসে সেই প্রশ্নমুখী তেজোদীপ্ত আগুনের গন্ধ,
বিবেকের জানাজা শেষে সবাই যখন ঘরে ফেরে– হাদিফুলেরা তখন নিভৃতে ঘাস হয়ে জেগে ওঠে।
জানো কি বাংলা পথিক! আর কতটা বসন্ত এলে বারুদমাখা ফুল ফুটবে এই নগরে?
ফুল কি ফুটবেই বসন্ত এলে– কিন্তু সেই হাদিফুল কোন সে বাগানে ফুটবে কোন রাঙা প্রভাতকালে?

সাভার, ঢাকা

আজাদীর আবাবিল

বশির আহমদ

বিপ্লবী গান দ্রোহের ভাষণ কে শোনাবে আর
কে হবে আজ রাঙা ভোরের নতুন মুয়াজ্জিন
আজাদীর ডাক কে দেবে বল্ আল্লাহু আকবার
আমজনতা শোনবে কোথায় ইসরাফিলের বীণ?

জুলুমশাহীর তখতে আঘাত করবে কে আজ বল
বাঁশেরকেল্লার দুর্গো গড়বে কোন্ সে তিতুমীর
কে ইনসাফের সমাজ গড়তে বলবে অনর্গল
কে ফোটাবে জান্নাতি ফুল নয়া শতাব্দীর?

ফ্যাসিবাদের কবর খুঁড়তে কে দেবে গো ডাক
দুর্নীতির মূল ছিন্ন করতে লড়াই করবে কে
অগ্নিশিখার বারুদ জ্বেলে কে মারিবে কাক
শত্রুর বুকে কথার আঘাত কে দেবে হেমলকে?

আবরাহাকে ধ্বংস করবে কোন্ সে আবাবিল
কে হবে আজ ফেরাউনের লাল সাগরের ঢেউ
খোদা দ্রোহীর ত্রাসের এটম কোথায় ডানাকিল-
কাকে জানবে দাদা বাবু জমের মতো কেউ?

ইটাখোলা, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

শহীদ ওসমান হাদী

আহমেদ বেলাল

হাদি একটি নাম, একটি বিপ্লব
এক অখণ্ড অদম্য উচ্চারণ-
যে উচ্চারণ ঝড়ের মতো প্রবাহিত হয়
বুকের পাঁজর ভেদ করে- সমুদ্রে তলদেশ পর্যন্ত।

তাঁর রক্তের রঙ লাল নয়, চির সবুজ
যেন এক- খন্ড বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি
যার হৃদয় জুড়ে ছিলো-
মা, মাটি ও মানুষের গল্প।

ন্যায়ের জন্য, ইনসাফের জন্য
যার ছুটে চলা-
গুলির স্পর্শ তার কণ্ঠ রদ করতে পারে না,
বরং তা শত কণ্ঠকে তাড়িত করে।

হাদি আজও অশ্বত্থের মত দাঁড়িয়ে আছে
সোজা হয়ে, মাথা তুলে, দৃঢ় উচ্চতায়-
মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে,
জনমানুষের বিপ্লবী চেতনায়।

আলোর বিচ্ছুরিত কণার মত
বাতাসে বাতাসে ভাসছে হাদীর কণ্ঠস্বর
শহরের দেয়ালে দেয়ালে তার বিমূর্ত ছায়া,
আর ভয়হীন উচ্চারণ-
ইনসাফ, ইনসাফ, ইনসাফ।

বাংলাদেশের বুকে, গণমানুষের হৃদয়ে
এক অপরাজেয় সাহসের নাম- হাদি,
পুরো দিগন্তজুড়ে যার বসবাস!
হাদিরা মরে না,
কারণ, যে রক্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে,
সে রক্ত জেগে থাকে এক অপরাজেয় বাংলাদেশ
হয়ে।

একটি জ্বলন্ত ধ্রুবতারা

মেঘের মতো চলি পাহাড়ের ওপারে,
হাদি ভাইয়ের স্মৃতি দেখি ভেসে মেঘের কিনারে।
হঠাৎ দেখি এক সমাবেশ-ড্যাফোডিলের মতো,
বিচারের দাবিতে সকল জনতা সমবেত।

প্রতিটি স্লোগান আজ যেন শুধু হাদি ভাইকেই ডাকে।
জাহেলরা ভাবে মুছে ফেলেছে একটি তাজা প্রাণ,
তারা জানে না! হাদি ভাই এখন এক অমর উপাখ্যান।

ইনসাফের এই মিছিলে আজ লক্ষ মানুষের হাত,
বিচারের সূর্য উঠবেই-পেরিয়ে ঘোর এই অমানিশার রাত।

শহীদ তুমি, অমর তুমি, দেশের ধ্রুবতারা!
তোমার জন্য জেগেছে আজ এই নিথর সর্বহারা।
যতদিন না পাই সুবিচার, থামবে না এই লড়াই।
তোমার নামেই আসুক মুক্তি, তোমার নামেই বড়াই।

নামঃ তাছলিমা শিরিন শেফা
শিক্ষার্থী, অনার্স তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

বিচারের আরজি

পারভেজ ইসলাম আনন্ত

আমি হাদি হত্যার বিচার চাই!
হে তরুণ, ধরো ধনু, উন্নত করো তব শির;
তব রক্তিম নয়নে জাগুক আজ আগ্নেয়-অরুণ– বিঁধিবে না আর শঠের ঐ পঙ্গু লোহ-শর।
আমি রণ-বিষাণ, আমি ওসমানের অবিনাশী আত্মা, চূর্ণিব আজ পিশাচের ঐ লৌহ-কপাট-দম্ভ!

আমি হাদী হত্যার বিচার চাই! আমি উল্কা-পিণ্ড, আমি ধূমকেতু, প্রলয়-ছন্দ-মাতা, তোর পাপে-ঘেরা ঐ অট্টালিকার ভিত্তি করিব বিনাশ। আমি নিথর দেহের আর্তনাদ, মিছিলেতে প্রত্যাগত– তোর বিলাসী প্রাসাদে আমি যে রুদ্র কালবৈশাখী!

আমি হাদি হত্যার বিচার চাই! রে দুর্মতি ঘাতক, শোনো রে পিশাচ অত্যাচারী– ওসমানের ঐ লোহিত শোণিত বৃথা কি যাইবে তবে? তোর দর্পিত আসন ধুলোয় মিশিবে জনতার রোষে, বিচারের দাবানল দহিবে তোরে প্রতি নিকেতনে!

আমি হাদি হত্যার বিচার চাই! তব রক্ত-রঞ্জিত করে সাজিবে না কোনো মিষ্ট ছল, হাদি হত্যার চরম বিচার আনিবে বজ্র-নিপাত। রে অধম, তোর নিস্তার নাই, নাই কোনো মার্জনা– বঙ্গভূমি ভুলিবে না কভু এই জঘন্য পাপাচার!

হে বিধাতা, আমি সেই দিন হইব শান্ত– যবে পাষণ্ডের দণ্ড লভিবে এই পবিত্র মৃত্তিকায়; যবে ওসমানের বিদেহী আত্মা হাসিবে স্বর্গের দ্বারে, আর বিচার-খড়্গে ছিন্ন হইবে ওই শোষকের শির!

অনির্বাণ ইনসাফ

অতনু বিশ্বাস ইরি

বজ্রকণ্ঠ বিঁধছে যেন ভিনদেশি ওই ত্রাসে,
তুচ্ছ মরণ বীরের বুকে জয়ের হাসি হাসে।
দেশপ্রেমের মশাল জ্বেলে একলা চলা পথিক,
শান্তি দিতে চাইল যে লোক ইনসাফ ও সঠিক।

আপস করা শিখেনি সে অন্যায়েরই কাছে,
বিপ্লবীদের শক্তি হয়ে বক্ষমাঝে বাঁচে।
অকুতোভয় ঝিলিক দিয়ে জ্বালল নব সূর্য,
বাজাল সে স্বাধীনতার মুক্তি-বিজয় তূর্য।

রক্ত ঝরে সিক্ত হলো এই পলিমাটি ওরে,
ব্যথায় বুক নীল হয়ে যায় আজও গভীর ভোরে।
বিচার চাওয়ার পথটি হলো কণ্টকে আজ ঘেরা,
হন্তারকের নেই যে সাজা মুক্ত আছে তারা।

তবুও ওরে মিথ্যে নয় হারবে না এই সত্য,
হাদি তো নেই তবুও আছে সাহস অবিরত।
স্বাধীনতার স্বপ্ন হয়ে ফিরবে সে লোক রোজই,
নতুন কোনো ইনসাফের বিপ্লবীদের খোঁজেই।

হে ভব-রাজাধিরাজ

হে ভব-রাজাধিরাজ,
নব আজাদী আজ জিন্দগী ছোড়ু যায় তব হিতে অবনিতে ঐ দ্যাখ্ সাজিয়া শহিদী সাজ;
মুমতাজ! মুমতাজ! অমন গমন পেয়েছে ক'জন, হে স্রষ্টা, তব সৃষ্টি-মাঝ?
মোহতাজ! মোহতাজ!– হলো জামানা তামাম, আজ হারায়েছে তাহার তাজ।
আলফাজ! আলফাজ!– মানবের মুখে:
"হায়! হায়! হাদি– যায়, যায় কাঁদি' ওই আমাদের রাহবার;
আবরার! আবরার! আয় বাবা আয়, আয় ফিরে একবার।"

দ্রোহের দাবানলে জ্বলে যারা চিরকাল,
এ ক্ষণকালে কে বলে– তারা সবলে টলমল?
তারা নায়েব, গায়েবেও বাঁচে; রহে সদা সত্যে অবিচল।
তারা চির অমর, কভু মরে না ধরায়;
কেবলই ওফাত মারফত– তফাতে গিয়ে দাঁড়ায়।

ওহে স্বর্গপতি, শোনো কর্ণ পাতি'–
কহে সবে, হাদি আর আবরার আসে নাকো ধরাতে বারবার ।
মরার ক্ষরায় কিবা অশুভ সংকটে
হেন আজাদী বীর লস্কর, যেন পাওয়া চির দুষ্কর
সে যে কপালে জননীর খুব নাহি জোটে!
তারা সমরে অমর, কভু কমে না উমর তাদের
সবর করে পড়ে রয় এপারের লোহিত তটে।
তারা শাশ্বত শহীদান! দৃশ্যত রহে সদা দুনিয়ার পটে।

শোনো তামাম দুনিয়ার রব: "ওহে রব, ওহে রব!
সবকিছু ছেড়ে চলে তব ঘরে– হাদী আর আবরার।
হে খোদা! কবুল করো মিনতি মোদের, সবার দোয়ার দরবার;
দ্বার তব খোলা রাখো– ওই ফিরদাউসি রুম্মান।
এই দুনিয়া রাখেনি তো কি হয়েছে?
তারা তো অমর!
তাই তারা যেন পায়– তব স্বর্গীয়সম্মান।

মো: হাসিবুর রহমান
শিক্ষক, কবি ও লেখক।

বিপ্লবী হাদি

মুহাম্মদ মুকুল মিয়া

তোমাকে অযুত সালাম
তোমার বিদেহী আত্মার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা,
তোমার জ্বলে ওঠা ঝাঁঝালো ইনসাফের বক্তব্য
বিদীর্ণ করেছে আমার ভেতর-বাহির
তুমি চেয়েছিলে দুর্নীতিমুক্ত একটি
নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ।

সংগ্রামমুখর তোমার জীবন-
আঁধারের বুকে সত্যের প্রদীপজ্বালা তোমার স্বপ্ন।
তুমি সত্যের জান্ডাকে উঁচু রাখতে চেয়েছিলে,
মিথ্যার সামনে দাঁড়িয়েছিলে
হিমালয় সম সাহস নিয়ে।

তুমি মানবতাবাদী বীরপুরুষ
তোমাকে যারা গুলিবিদ্ধ করে শহীদ করেছে
ওরা মানুষ নয়, রাক্ষস- আবু জেহেল
ওরা জাতির ঘৃণিত কুলাঙ্গার।

তোমার স্বপ্নকে ওরা বাস্তবায়িত হতে না দিলেও
তুমি জেগে আছো বাংলার
প্রতিটি মানুষের হৃদয়পটে
তুমি আছো-তুমি থাকবে...।

অক্টোবর ২০২৫ এর শিক্ষক সংখ্যায় যারা সেরা লেখক হয়েছেন

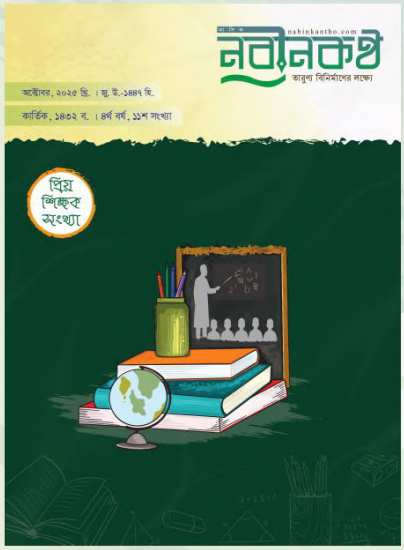

সেরা লেখক পুরস্কার

মাসিক নবীনকণ্ঠ
nabinkantho.com
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

শিক্ষক সংখ্যা

অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি. । জু. উ. -১৪৪৭ হি.

কার্তিক, ১৪৩২ ব. । ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

প্রিয় শিক্ষক সংখ্যা

মাসিক নবীনকণ্ঠ অক্টোবর-২০২৫ খ্রি. এর 'প্রিয় শিক্ষক' সংখ্যায়, যে পাঁচজন সেরা লেখক/লেখিকা নির্বাচিত হয়েছেন;

১	২	৩	৫	৪
জুলেখা চৌধুরী	ফটিক ঘোষ	উসামা আহমদ	জাবের আব্দুল্লাহ	ওবায়দুল্লাহ আল মাহমদী
ছড়া	কবিতা	স্মৃতিচারণ	গল্প	প্রবন্ধ

নির্বাচিত লেখকগণ নবীনকণ্ঠ'র ফেসবুক পেইজে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. পাবলিকেশন্স

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com

যোগাযোগ: 01789204674